বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

“কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য”

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রকাশকাল	■	**অক্টোবর ২০২১**		
উপদেষ্টা	■	**মোহাম্মদ ইউসুফ** **মহাপরিচালক** (অতিরিক্ত সচিব) **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**		
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	■	কাজী আবুল কালাম পরিচালক (যুগ্মসচিব) (গবেষণা ও আইসিটি)	ঃ	আহবায়ক
	■	ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপপরিচালক (উপসচিব) (আরইটিসি)	ঃ	সদস্য
	■	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	ঃ	সদস্য
	■	আলী কবির সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ঃ	সদস্য
	■	মোহাম্মদ আবদুল কাদের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)	ঃ	সদস্য সচিব
স্বত্ব	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।**		

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ। অনুকুল আবহাওয়া এবং উর্বর মাটির কারণে এ দেশে যেকোন খাদ্যশস্য সহজেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে করোনা মহামারির মধ্যেও কৃষির অভাবনীয় সাফল্য এ দেশের অর্থনীতির গতি উর্ধ্বমূখী ও স্থিতিশীল রাখতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস, জনসংখ্যার আধিক্য, জমিতে লবণাক্ততা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য যা অন্যান্য দেশগুলোর জন্য একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃষির এ সাফল্যের অন্যতম কারিগর হলেন আমাদের কৃষক যারা রোদ, বৃষ্টি, ঝড়সহ সকল প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে কঠোর শ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে খাদ্যশস্য ফলান। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঘামে অর্জিত এ সাফল্য সার্থক হবে যদি তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়। এজন্যই কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কার্যকর করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনাসহ পণ্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইনের সকল পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনা মহামারিতে এসব ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন বিভিন্ন অংশীজনের (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্তভোগী, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক হবে বলে মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। জীবন জীবিকার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। তাই কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন।

একসময়কার তলাবিহীন ঝুঁড়ি থেকে বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে খাদ্য উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও কৃষিকে লাভজনককরণ এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষিপণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের অপরিহার্য শর্ত হলো দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা। সীমিত জনবল নিয়েও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এ কাজ সুনামের সাথে নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের পাশে ছিলো। কৃষিপণ্যের পরিবহন, মূল্য সরবরাহকরণ, গুদামজাতকরণ, অনলাইনে বিক্রির ব্যবস্থাকরণ এবং বাজার মনিটরিং করে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা তথা বণ্টনপ্রণালী সচল ছিলো যা সর্বহমলে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে নিরাপদ খাদ্য বিপণন করে জনপ্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ এ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র ফুটে উঠেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ মেসবাহুল ইসলাম)

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

আবহমান কাল ধরেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষকের দারিদ্র, জনসংখ্যার আধিক্য, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, কৃষক পর্যায়ে দক্ষতার অভাব, শস্য গুদাম কাঠামোর অপ্রতুলতা, সংগ্রহোত্তর অপচয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকার পরেও বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ দেশের কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন অংশীজন যারা এই অর্জনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাদেরকে কৃষিপ্যণের নায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে একটি শক্তিশালী কৃষি বিপণন ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রমণ রোধে সরকার পর্যায়ক্রমে সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করে যা গত অর্থবছরের অধিকাংশ সময় ধরে কার্যকর ছিলো। কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই এবং ভ্যালু চেইনের বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা, সারাদেশে কৃষিপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষকের পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, নায্যমূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, মূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদি সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ডাক বিভাগের যৌথ প্রয়াসে "কৃষকবন্ধু ডাকসেবা", কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার সংবলিত বিআরটিসি'র পণ্য পরিবহণ ট্রাক এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের সহযোগিতায় স্বল্প খরচে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে পৌছে দেয়া সম্ভব হয় এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ছয়টি পণ্যের দাম বেঁধে দেয়। বেঁধে দেওয়া ছয়টি পণ্য ছিলো পেঁয়াজ, ছোলা, ভোজ্য তেল, মসুর ডাল, চিনি ও খেজুর। রোজায় বাজার নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং বাজার মনিটরিংয়ের জন্য ২৮টি মনিটরিং দলও গঠন করা হয়, যেখানে প্রতিটি মনিটরিং সেলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে শুরু থেকে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, বাজার গবেষণা, বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, দলগত বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, উৎপাদক ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থা গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিপণন সুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষক ও বিপণন দল গঠন, উৎপাদক ও ক্রেতা সাধারণের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার অভাবে কৃষকেরদের উৎপাদিত ফসলের নায্যমূল্য প্রাপ্তি বাধাগ্রস্থ হবে এবং বর্তমান কৃষির যে প্রবৃদ্ধি সেই ধারা ব্যহত হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করে কৃষ্যকদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তা পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য মূল্যে কৃষিপণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করি। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সারাদেশ হতে সুদীর্ঘকাল ধরে কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ করে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে তা সরবরাহ করে আসছে। কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুত ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, গুণগতমান পরিবীক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপ্যণের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও মূল্য বিস্তৃতি সংক্রান্ত তথ্য বিস্তৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের "বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১" প্রকাশনা একটি তথ্যবহুল এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। উক্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা এবং কৃষি খাতের সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন বলে আশা করি। যারা এই প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

কাজী আবুল কালাম
পরিচালক (যুগ্মসচিব) (গবেষণা ও আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের অবদান **১৩%** এবং কৃষি খাতে প্রায় ৪০.৬০% শ্রমশক্তি নিয়োজিত আছে। কৃষি প্রধান দেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন তথা আপামর জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং আর্থিক সফলতা আশা করা যায় না। ক্রমবর্ধমান চাষাবাদের জমির স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের গবেষণা, কৃষকের শ্রম, কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল দপ্তর/সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনার জন্য কৃষিতে একটি যুগান্তকারী সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে কৃষির এ সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তির উপর। কৃষি, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের সমন্বয়ে গড়ে উঠা সুষম কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের উন্নয়নে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেও চলেছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করাসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, যৌক্তিকমূল্যে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পৃক্ত আছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে পণ্যের বাজার তথ্য, উৎপাদন খরচ, যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, তুলনামূলক প্রতিবেদন সরকারকে প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে। কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য দেখালেও তাঁরা কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্যপ্রাপ্তি হতে প্রায় ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষকও যেন তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং অপরদিকে ভোক্তাও যেন যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন-বিপণন ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়টিই হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ। পণ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যবর্তী পথে একাধিক স্তরে একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মূলত এসকল ব্যক্তির কারণেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর জন্মলগ্ন থেকেই কৃষিপণ্য বিপণনের বিষয়ে কৃষককে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে কাজ করছে। বিশেষ করে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর অন্যতম কাজ হলো কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাৎসরিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত তথ্যাদি 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১' এ উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাসহ সকলের প্রয়োজনে এ প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

আহ্বায়ক
কাজী আবুল কালাম
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
(গবেষণা ও আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
ইকবাল হোসেন চাকলাদার
উপপরিচালক (উপসচিব) (আরইটিসি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান
সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (গবেষণা শাখা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী
সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
আলী কবির
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য
মোহাম্মদ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য সচিব
মোঃ রশিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি	১১
০২	সিটিজেন চার্টার	১৩-১৭
০৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	১৮
০৪	অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা	১৯
০৫	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ	২০-২৫
০৬	অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ	২৬
০৭	২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৭-২৮
০৮	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ	২৮-২৯
০৯	অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৩০-৩১
১০	সদর দপ্তরের কার্যক্রম	৩২
১১	বাজার সংযোগ শাখা	৩২-৩৪
১২	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	৩৫
১৩	অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম	৩৬-৩৮
১৪	২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা	৩৯
১৫	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা	৩৯-৪০
১৬	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট	৪০
১৭	ফিল্ড সার্ভিস	৪১
১৮	গবেষণা শাখা	৪১-৬০
১৯	গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা	৬০-৬২
২০	প্রশাসন ও হিসাব শাখা	৬২-৬৬
২১	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	৬৬-৬৭
২২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	৬৭-৭৩
২৩	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা	৭৩-৭৫
২৪	কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা	৭৫-৭৯
২৫	আইসিটি সেল	৭৯-৮১
২৬	বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম	৮২
২৭	ঢাকা বিভাগ	৮২-৮৪
২৮	ময়মনসিংহ বিভাগ	৮৪-৮৬
২৯	সিলেট বিভাগ	৮৬-৮৮
৩০	বরিশাল বিভাগ	৮৮-৯০
৩১	চট্টগ্রাম বিভাগ	৯০-৯২
৩২	রংপুর বিভাগ	৯২-৯৫
৩৩	রাজশাহী বিভাগ	৯৫-৯৭
৩৪	খুলনা বিভাগ	৯৭-৯৮
৩৫	অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি	৯৯
৩৬	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)	১০০
৩৭	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প	১০১
৩৮	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১০২
৩৯	জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১০৩
৪০	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১০৪-১০৫
৪১	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	১০৫
৪২	কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ডিজিটাল প্লাটফর্ম সদাই উদ্বোধন	১০৬
৪৩	কৃষকের বাজার ও নিরাপদ সবজি	১০৭-১০৮
৪৪	বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	১০৯
৪৫	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট	১১০
৪৬	কর্ম পরিকল্পনা	১১১
৪৭	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	১১২-১১৫
৪৮	মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো	১১৬-১২১
৪৯	ফটো গ্যালারি	১২২-১২৮

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

পটভূমি:

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি:

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় । অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পযন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর " ।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "অধিদপ্তর " হিসেবে ঘোষণা করে।

রূপকল্প (Vision)

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Functions)

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরুপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

সিটিজেন চার্টার

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি:

ক) নাগরিক সেবা:

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	<u>দৈনিক বাজারদর:</u> i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ <u>সাপ্তাহিক বাজারদর:</u> i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ <u>মাসিক বাজারদর:</u> i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ <u>বাৎসরিক বাজারদর</u> i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ; <u>মৌসুমী ফসলের:</u> i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	আবেদন পত্র, বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর, জেলা অফিস এবং ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	**দৈনিক বাজারদর:** দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **সাপ্তাহিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মাসিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **বাৎসরিক বাজারদর** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মৌসুমী ফসলের:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৩৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dewanahossain @gmail. Com
২	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ	১. www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ ২. বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd	বিনামূল্যে	যেকোন সময়	জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৩৫৯ মোবাইল: ০১৫৫২-৩৩৬১৬৪

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ই-মেইল: dewanahossain @gmail.com
৩	বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	**প্রদানের ক্ষেত্রে:** ১. আবেদনপত্র গ্রহণ ২. আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই বাছাই ৩. সরেজমিনে পরিদর্শন ৪. লাইসেন্স প্রদান **নবায়নের ক্ষেত্রে:** ১.আবেদনপত্র গ্রহণ ২.আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ৩. লাইসেন্স নবায়ন	৩. নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান, সকল জেলা অফিস ৪. সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ৫. সকল জেলা অফিস	নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফিঃ ১. পাইকারী, ব্যবসায়ী/ আড়তদার অথবা মজুদদার- ৫০০/- ২. কমিশন এজেন্ট, দালাল ও গুদামজাতকারী ৪০০/- ৩. কয়াল, পরিমাপকারী, নমুনা যাচাইকারী, যাচনদার অথবা শ্রেণি বিন্যাসকারী- ১০০/-	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
৪	শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান	• গুদামরক্ষক কর্তৃক আদ্রতা, পোকামাকড় পরীক্ষা করা • ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা • গুদামজাত করা • গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগহ • বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত " গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান। (সোনালী, জনতা, রূপালী, রাকাব, বিকেবি)	• শস্য জমার রশিদ • পাশবই • আবেদন ফরম • ঋণ বিতরণপত্র • বন্দোবস্তপত্র	কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা ভাড়া	খাদ্য শস্য ০৬ মাস বীজ ০৯ মাস	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা) ফোনঃ ০২-৯১২৩৬৭১
৫	বাজার অবকাঠামো ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	• আবেদন গ্রহণ • MMC কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই এবং চূড়ান্ত অনুমোদন • স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	আবেদনপত্র সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা এবং জেলা অফিস	বিনামূল্যে	০২ (দুই) কর্মদিবস	মীর এনামুল ইসলাম (সহকারী পরিচালক) বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২৭-৫৮৫৯৭৪

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২৭৫৮৫৯৭৪
৬	অভিযোগ গ্রহণও নিস্পত্তি	• অভিযোগ গ্রহণ • নিস্পত্তিকারীর নিকট প্রেরণ • চূড়ান্ত নিস্পত্তি	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা অফিস	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৩৯১ মোবাইল ০১৮৪৫০০৩৮৩৩ ই-মেইলঃ dd_retcf@dam.gov.bd

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গুদাম/ হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ	• তথ্য সংগ্রহ • সংকলন • তথ্য সরবরাহ	সদর দপ্তর ও জেলা অফিস	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	সহকারী পরিচালক (গুদাম সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ shahid.bc.bd@gmail.com মোবাঃ ০১৯১২২৮৩৮৬৭ নাসরিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ nasrin.sultana448@gmail.com মোবাইল: ০১৭৩০০৪০৯৬
২	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	• নিয়মিত তথ্য প্রেরণ	• বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা অফিস • ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোন সময়	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						dewanahossain @gmail.com এবং জেলা কর্মকর্তা
৩	১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	• বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ • আবেদনপত্র গ্রহণ • পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ • নিয়োগপত্র জারি	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন। প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি	০৪ (চার) মাস	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৯১১৪৩১০ E-mail: dg@ dam.gov.bd

গ) অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	জিপিএফ মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. জিপিএফ এর ব্যালেন্স সীট ii. অধিদপ্তরের হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭ adadmn@gmail.com
	অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. ছুটির আবেদন পত্র ii. ছুটি প্রাপ্তির হিসাব ii. অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	
	পেনশন মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম ii. পাসপোর্ট সাইজ ছবি iii. পিআরএল মঞ্জুরীর আদেশ iv. প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র v. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ vi. এস,এস,সি সার্টিফিকেট vii দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি viii. সরকারি বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়নপত্র ix. আনুগত্য সনদপত্র x. নাগরিকত্ব সনদপত্র xi. না-দাবী সনদপত্র xii. অঙ্গীকারনামা xiii. অডিট প্রত্যয়নপত্র xiv. চাকুরির বিবরণী xv. প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	
	যানবাহন	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী,		০৩ (তিন) মাস	

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারী	ঢাকা			

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২০৯টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয়নি বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
০১	গ্রেড-০১	০	০	০
০২	গ্রেড-০২	১	১	০
০৩	গ্রেড-০৩	০	০	০
০৪	গ্রেড-০৪	২	২	২
০৫	গ্রেড-০৫	১৩	১৩	০
০৬	গ্রেড-০৬	২৩	৪	১৯
০৭	গ্রেড-০৭	২	২	০
০৮	গ্রেড-০৮	০	০	০
০৯	গ্রেড-০৯	৭৮	৩০	৪৮
১০	গ্রেড-১০	৪৭	৩২	১৫
১১	গ্রেড-১১	২১	২০	১
১২	গ্রেড-১২	৭৮	৬৬	১২
১৩	গ্রেড-১৩	১৪	৮	৬
১৪	গ্রেড-১৪	১৫	৭	৮
১৫	গ্রেড-১৫	২৭	২৬	১
১৬	গ্রেড-১৬	১৪৩	১২১	২২
১৭	গ্রেড-১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড-১৮	৩৯	৩৯	০
১৯	গ্রেড-১৯	১৫	১৩	২
২০	গ্রেড-২০	২৪৪	১৭৫	৬৯
	মোট:	৭৬২	৫৫৪	২০৮

অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
০১	জনাব টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
০২	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
০৩	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
০৪	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
০৫	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
০৬	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
০৭	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
০৮	জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
০৯	জনাব আতিকুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২	জনাব সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩	জনাব ড. এম, এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪	জনাব আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫	জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬	জনাব মোঃ মাহ্ফুজ-উল আলম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি)	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯	জনাব ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২
২১	জনাব আবদুল্লাহ্ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২	জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫
২৪	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮
২৫	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯
২৬	মোহাম্মদ ইউসুফ	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	১০-০৩-২০১৯ হতে অদ্যাবধি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

কোভিড-১৯ কালীন সময়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

মহামারী করোনায় জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পরে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষক। সার্বিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ভেঙে পরে। কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন অকার্যকর হয়ে পরে এবং পচনশীল কৃষিপণ্য নিয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েন। করোনা পরিস্থিতিতে কৃষিপণ্যের বিপণন, সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

- ত্রাণের প্যাকেটে সবজি অন্তর্ভূক্ত করা কিংবা সরাসরি ত্রাণ হিসেবে সবজি বিতরণ করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- লকডাউন এলাকার উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের ক্ষেত্রে ট্রাক চলাচলের নিমিত্ত জেলা প্রশাসনের বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াতে অধিদপ্তরের লোগো ও ব্যানারযুক্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ;
- কম খরচে কৃষিপণ্য পরিবহনে বিআরটিসি কর্তৃক কৃষক বন্ধু ডাকসেবা ব্যবহারে সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা হচ্ছে;
- করোনা পরিস্থিতির মাঝেও কৃষিপণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখা, অতিরিক্ত মজুদ যাতে কেউ করতে না পারে এবং একই সাথে কোনো পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা যাতে বাড়তি মূল্য না রাখতে পারে সে জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে;
- দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে উন্মুক্ত স্থানে কৃষি বাজার স্থানান্তরের বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে;
- করোনা পরিস্থিতিতেও রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, সাভারসহ ঢাকার আশেপাশ থেকে পরিবহন সুবিধা প্রেরণের মাধ্যমে কৃষকের বাজার চালু রাখা হয়েছে;
- চুয়াডাঙ্গা, নরসিংদী, পিরোজপুরসহ বেশ কিছু জেলায় কৃষকের উৎপাদিত সবজি ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- দিনাজপুর জেলার গাবুরা বাজার হতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেট, ভৈরব, নরসিংদী, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জসহ সারাদেশে ট্রাক যোগে টমেটো প্রেরণ করা হয়েছে;
- লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার কুমড়ীরহাট এনসিডিপি গ্রোয়ার্স মার্কেট হতে প্রতিদিন ২/৩ ট্রাক সবজি জেলা মার্কেটিং অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে;
- চাকলারহাট এনসিডিপি মার্কেট ও পঞ্চগড় স্থানীয় পাইকারী বাজার হতে টমেটো ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের জন্য সার্বক্ষণিক ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে;
- টিসিবির পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটর অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- বগুড়া থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ২০-২২ ট্রাক সবজি ঢাকা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখা হয়েছে যেন কোন পণ্য অবিক্রীত না থাকে;
- খাগড়াছড়ি জেলায় কৃষক কর্তৃক অবিক্রিত আনারস ছোট ছোট ভ্যানে করে পাড়া ও মহল্লায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এসময় তারা সব আনারস বিক্রি করতে সক্ষম হয়;
- ভোলা জেলায় ত্রাণ হিসেবে তরমুজ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এছাড়া স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বরিশাল, মাগুরা, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া ও রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় তরমুজ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বড় কৃষক, আড়ৎদার, পাইকার, কমিশন এজেন্ট, পরিবহন ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের অংশীজনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষকের বাজার সংযোগ সহজ হয়েছে এবং
- এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এটুআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত ফুড ফর নেশন ওয়েবসাইটটিতে সারাদেশের কৃষি ব্যবসায়ীদের ডাটাবেইজ সংযোজন ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১ . বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দলের সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২ . বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরনের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্ণারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান এবং
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩ . শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রদানকৃত সেবা

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভুক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

৪. ই-বিপণন সেবা

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual market প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়;
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন; এবং
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন; এবং
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে Registration-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

৫. সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত এসকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে:

প্রদানকৃত সেবা

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান; এবং
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য কুলভ্যান,ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. কৃষক বিপণন দল গঠন

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের। ফলে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দলভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- কৃষক দল গঠন;
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ;
- লজিস্টিক সাপোর্ট; এবং
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান;
- যে কোন কৃষক স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; এবং
- এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণাধর্মী সেবা;
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা; এবং
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগিতা ।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না;

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়; এবং
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

৮. মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

- অধিদপ্তর বছরব্যাপী সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন;
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; এবং
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

৯. বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমান-

ক) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস; এবং
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণগ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

খ) শস্য গুদাম ঋণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা; এবং
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

১০. লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন, ১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত) এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে;
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়;
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করতে হয়;
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে;
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে এ লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; এবং
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে একটিসহ সারদেশের ৪২টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে;
- সম্প্রতি চালু হয়েছে কৃষিপণ্য কেনা-বেচার ডিজিটাল প্লাটফর্ম সদাই। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক চালুকৃত এ প্লাটফর্মে কৃষিপণ্য অর্ডার, উদ্যোক্তা নিবন্ধন, অর্ডার ট্র্যাকিং, মান নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়াসহ প্রভৃতি সুবিধা রয়েছে;
- কোভিড-১৯ কালীন সময়ে নিরাপদ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় হাতের মুঠোয় কাঁচাবাজার নামে মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক অনলাইন বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ কাঁচাবাজার চালু করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলনপূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ৬০,৮৭০ বাজার তথ্য ১২,০৬৫ বুলেটিন ও ৯১০টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, সহজ বিজ্ঞাপন ও বাজার সংযোগের জন্য www.krishokerbazar.gov.bd নামে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে;
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১০০০টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারি কোষাগারে প্রায় ১.৮৪০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে;
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৩০২৫ জন কৃষকের ৩০২৪ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৩৮৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, কৃষি বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৪২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীরকে ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে প্রায় ২০০০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল গ্রুপে সর্বমোট ৫০০০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন;
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৪০১৯ জন কৃষকের ৪২৮৭ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.৫৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৪৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যেককে ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্সড সবজি ও ফলমূল বিপণন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৯৫,০০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/সুপারশপ প্রতিনিধি/বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে ০৫টি আঞ্চলিক ও ০৯টি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর ও কৃষি বিপণন তথ্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও সাধারণ ভোক্তাসহ সকল শ্রেণীর নিকট সহজলভ্য করার জন্য দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় ৭০টি ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ৩৫টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় প্রায় ২৫০০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে;
- কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে;

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৬টি গবেষণা শাখা ও অন্যান্য শাখা ও জেলা হতে থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ৩০০টি প্রতিবেদন এবং ২০,০০০টি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, স্টিকার, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে;
- খুচরা বাজারে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খুচরা, পাইকারী, আড়তদার, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী সারা দেশে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে; এবং
- প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বি এস (কৃষি অর্থনীতি) প্রোগ্রামের ১১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণয়ালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপণনকে বলা হয় অদৃশ্যমান কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন দূরহ, জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। যেমন-

১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব;
- উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না;
- জেলা পর্যায়ে মাত্র ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১-২ জন জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর বাস্তবায়ন ও সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত ৪,১৮৬টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২,৬০৪টি পদ (উপজেলাসহ) সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হলেও চূড়ান্তভাবে মাত্র ৪০০টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে যা দ্বারা দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন;
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা সরবরাহ, প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে;

২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকিং হাউজ, পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামোর সুবিধার অভাব। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস-এর অভাব রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানী সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও উপকরণের অভাব রয়েছে;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুলিং ভ্যান, রিফার ভ্যান বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে;

৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরী দক্ষতার অভাব

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানি বাজার-এর উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না;
- আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও FAO, WTO এর আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দূর্বলতা ও সংস্কার

- কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ পাশ হলেও কৃষি বিপণন বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ, চুক্তিভিত্তিক বিপণন, সমবায় বিপণন সম্প্রসারণসহ কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির মত গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা;
- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না;
- কৃষক, উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার্থে আধুনিক বিপণন সহায়ক নীতি প্রণয়ন আবশ্যক;

৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌছানো সম্ভব হচ্ছেনা;
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়ের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতা

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব রয়েছে;
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদির অভাব রয়েছে;
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব রয়েছে;
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব রয়েছে;
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে;
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা;

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম
পণ্য বাছাইকরণ
ই-সেবা গ্রহণ
বাজার সংযোগ স্থাপন
মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার
দল ভিত্তিক বিপণন
প্যাকেজিং
উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ
প্রক্রিয়াজাতকরণ
বাজার তথ্য সংগ্রহ
বসতবাড়িতে
সংরক্ষণাগার নির্মাণ
পণ্য পরিষ্কার করণ
বাজার অবকাঠামো ব্যবহার
দরকষাকষির সক্ষমতা
ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত
সঠিক সময় পণ্যকর্তন
পণ্য শ্রেণী বিন্যাস
বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন
কৃষি ভিত্তিক
ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন
কৃষিপণ্য বিপণনে
অনুসরনীয় কার্যক্রম
ই-বিপণনের সুবিধা গ্রহণ
কুল ভ্যান/কুল
চেম্বার ব্যবহার
উদ্যোক্তা উন্নয়নে
সহায়তা গ্রহণ
বিপণন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
বাজার কারবারীদের
সাথে সংযোগ স্থাপন
শস্য গুদামজাত করণ
হিসাব সংরক্ষণ
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ গ্রহণ

সদর দপ্তরের কার্যক্রম

বাজার সংযোগ শাখা

কার্যাবলী

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণপূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা;
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা;
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান করা;
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা। কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ করা।

প্রদানকৃত সেবাসমূহ

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ;
- জেলাভিত্তিক প্রধান প্রধান ২০টি বাজারের কৃষক প্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ;
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তর বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ;
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ;
- ঢাকাসহ সকল জেলায় স্থাপিত নিরাপদ সবজি কর্ণারে নিরাপদভাবে উৎপাদিত সবজির বিপণন ব্যবস্থা করা এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

৬৮টি বাজার হতে প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা, ১২৮টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলাভিত্তিক প্রধান প্রধান ২০টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

বাজার তথ্য সরবরাহ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড স্টোরেজ মালিক ও কোল্ড স্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজার সংযোগ শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ২,১৪২টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd নামে একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ প্রায় ৪০টি পণ্যের দৈনিক বাজারদরের সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট হতে যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারমূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপারশপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খুচরা পর্যায়ে চাল ৪-৬%, ডাল ও চিনির ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্যের সাথে ৮%, তেল সয়াবিন ও পাম/পাম সুপার(খোলা) ৪%, ফল, ব্রয়লার মুরগী, কক/সোনালী ও ডিম ১২%, পিয়াজ, রসুন, আদা এবং কাঁচা মরিচ ১২%, আলু (হল্যান্ড-সাদা) ২০% ও সকল প্রকার পঁচনশীল শাকসবজিতে ২৫% অতিরিক্ত মূল্য (বিপণন ব্যয়+মুনাফা) যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল, মিরপুর-১নং, রহমতগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বাবু বাজার, বাদামতলী ও শ্যামবাজার বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শনকৃত বাজারের সংখ্যা ৩,২৯০টি (প্রায়), প্রধান প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যসমূহের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,২২১টি, যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ১,০৬৯টি। সর্বোপরি প্রতিবেদনে বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়।

কোল্ড স্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন

কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিদর্শনকৃত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ১,২৩১টি, পরিদর্শনকৃত গুদামের সংখ্যা ৩,০০৫টি, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণ ক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্যে সন্নিবেশিত থাকে।

কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৪টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও বাজার সংযোগ শাখা হতে গুরত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ ২০টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজাদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

বাজার মনিটরিং এবং আন্ত মন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজার দরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশি যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

ভূমিকা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলী

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব কর্মসূচি প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- সম্ভাব্য রপ্তানি উদ্বৃত্ত নির্ধারণ এবং রপ্তানি নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা, রপ্তানিকারকসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ১২টি এডিপি সভায় মোট ৭৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ৭৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৭২টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন চলমান আছে।

অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি

অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে ০৩টি প্রকল্প ও ০৩টি কর্মসূচি চলমান ছিল। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভুক্ত ০৪টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

১. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)

প্রকল্পের নাম	:	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন,২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট ব্যয় : ২০,২১১.১২ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	ক) জিওবি : ৪,৬২৭.৭২ লক্ষ টাকা। খ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫,৫৮৩.৪০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** ক) উচ্চ মূল্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ; খ) বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; গ) কর্তনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ঘ) ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন স্তরে ফুড সেফটি ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং ঙ) কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	:	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট : ২৭৮৪.২০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি : ২৭৮৪.২০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) মার্কেটকেন্দ্রিক ফার্মারস মার্কেটিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফুলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা; খ) ফুল বিপণনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মধ্যসত্ত্বভোগী কমানো; গ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো (এসেম্বল সেন্টার) নির্মাণ করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফুলের ক্রয়-বিক্রয়ের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা; ঘ) ফুল বিপণনের বিভিন্ন মূল্য সংযোজনমূলক কার্যাবলী, গ্রেডিং, বাছাইকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্যাকিং ও সাময়িক সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে ফুল রপ্তানি সম্প্রসারণ করা; ঙ) ফুলের বীজ (কর্ম/কর্মমেল) সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার/কোল্ড স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে বীজের মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; এবং চ) সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন-এর ধারণার প্রয়োগসহ সংশ্লিষ্টদের কৃষি ব্যবসায়ে আগ্রহী করে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। **প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** (ক) ৪৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (খ) ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা; (গ) জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন করা; (ঘ) ২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার ও ৫০০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা; এবং (ঙ) ১২টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির নিমিত্ত ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।

৪. কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	:	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন,২০২১ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২২৫.০০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	গৃহ ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। **কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ** ১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা; ২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা; ৩। কাঁঠালের ব্যবহার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা; ৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা; ৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং ৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

৫. জেলা পর্যায়ে "কৃষকের বাজার" স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	:	জেলা পর্যায়ে "কৃষকের বাজার" স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোটঃ ২০০.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবিঃ ২০০.০০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সব্জি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক এবং ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাকসবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। **কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ** ১. কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাকসবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরি; ২. কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি; ৩. নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪. নিরাপদ শাকসবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা; এবং ৫. নিরাপদ শাকসবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ।

৬. অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	:	অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোটঃ ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবিঃ ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনের সকল অংশীজনকে অনলাইনভিত্তিক একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে মধ্যসত্বভোগকারীদের দৌরাত্ম হ্রাসের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের মধ্যে সরাসরি বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। **কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ** ১। সরাসরি কৃষকদেরকে বড় কাস্টমারের সাথে বাজার সংযোগ করে দেয়া; ২। কৃষকেদের পণ্যকে উন্মুক্ত বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ৩। কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা; ৪। কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থ কারবারির দৌরাত্ম্য কমানো; ৫। আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযগের মাধ্যম হিসেবে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি করা; এবং ৬। কৃষিপণ্যের বাজার কারবারিদের ই-লাইসেন্সের আওতায় আনা।

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা

ক্রমিক নং	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১।	Vapor heat treatment plant স্থাপনের মাধ্যমে আমের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৫	৪,৬২৫.০০
২।	কৃষিপণ্যের বিপণন সেবা সম্প্রসরণ, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প	অক্টোবর,২০২০ হতে জুন,২০২৫	৯,৭৬০.০০
৩।	শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৫	১৮,৫০০.০০
৪।	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৫	৪,৭৪৪.৪৮
৫।	গৃহ পর্যায়ে পিঁয়াজ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৫	৪,৯০০.০০

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়াদি সম্পর্কিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	Development of market infrastructure, Improvement of storage facility throughout the country.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	৯৫১২.০০
২.	Development of Agri-busines infrastructure & Establishment of sustainable value chain, Renovation of agro-pro-cessing infrastructure.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	১৬০০০.০০
৩.	Strengthen research to ensure fair market price of agricultural products at the production as well as farmers level.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	৭৮৭৫.০০
৪.	Agribusiness marketing information and Service Centre (AMISC).	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	৮০০০.০০
৫.	Food & Nutritional Security through Enhancing Agricultural Productivity and Strengthening Market Linkage.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	৯৫০০.০০
৬.	Supporting homestead agricultural value addition strategies & commercial fruit gardening.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	৯৯০০.০০
৭.	Agricultural Marketing Infrastructure & Crops Storage based Credit Expansion Development Project.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	২০০০০.০০
৮.	Extension of appropriate post-harvest management technologies through training and demonastration.	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৫	১৮৫০০.০০
৯.	Women empowerment in production, processing & other income generating activities.	জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২৩	৯৬০০.০০

ক্রমিক নং	নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১০.	Expansion of appropriate post-harvest management technologies (Processing, preservation & packaging) to reduce production loss and develop market linkage among the producer and consumer.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	৯২৯৫.০০
১১.	Increase agricultural productivity through modern technology transfer, minimizing yieldgap, crop diversification & intensification with high value crop production.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	১২৫০০.০০
১২.	Strengthening Capacity Building of DAM in Research and Policy Analysis of Agricultural Marketing Information.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	১৪৫০০.০০
১৩.	Strengthening field inspection, lot administration & market monitoring facilities.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	১২০০০.০০
১৪.	Development 05 agri-business & entrepreneurs, Establishment of sustainable value chain, Renovation of agro-processing infrastructure. (DAM)	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	১০৫০০.০০
১৫.	Established value chain development for vegetable, fruis by encouraging public private partnership.	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫	৯৫০০.০০

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট

১. উন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	৪১.৭৬	২৯.৯৮	২৯.৯৮ (১০০%)
০২।	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত (সংশোধিত)।	২২.৫১	৬.১১	৬.১০৯ (৯৯.৯৮%)
০৩।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৩৬.৫১	৬.৫৮	৬.৫৭৫ (৯৯.৯২%)

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত।	১১৪.০০	১১৪.০০	১১৩.৮৮ (৯৯.৮৯)
০২।	জেলা পর্যায়ে "কৃষকের বাজার" স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।	৭.০০	৭.০০	৬.৯৯ (৯৯.৮৬)
০৩।	অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।	২.২০	২.২০	২.১৯৫ (৯৯.৭৭)

ফিল্ড সার্ভিস শাখা

ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি,বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছরভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সঙ্গে সহায়তা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা; এবং
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজার দরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও এর সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

গবেষণা শাখা -১ (খাদ্যশস্য জাতীয় ফসল)

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ৩টি ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির ১২টি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়;
- সারা দেশের সাপ্তাহিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভূট্টা এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

- মাসিকভিত্তিতে মোটা চাল ও গম এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিকভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজারদরের ১২টি প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়েপ্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তত করা; এবং
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্যশস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়;

গবেষণা শাখা -২ (ডাল, কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:

- পেঁয়াজ ফসলের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক বিপণন প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক ১২টি প্রতিবেদন প্রস্তত করা;
- পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও মরিচ ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন তৈরি করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তত করা;
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদার উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা; এবং
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গবেষণা শাখা -৩ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণিজ ও মৎস্য সম্পদ) এর কার্যাবলী:

বাজারদর ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের যেমন-বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন-আমলকি, হরতকি, নিমপাতা মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তত করা।

কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানীকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যাবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্ত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি Compliance Guideline এর খসড়া প্রস্তত করে কৃষি বিপণন

অদিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুনর্নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

গবেষণা শাখা -৪(প্রাণিজ ও মৎস্য সম্পদ) এর কার্যাবলী:

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণিজ ও মৎস্য সম্পদ এ তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়তদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমঃ

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate Change Readiness Assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঋচগট কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP) এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

গবেষণা শাখা -৫ ও ৬ (শাকসবজি ও ফলমূল) এর কার্যাবলী:

- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর পর্যালোচনা করে ২৪টি মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা গড় বাজার দর নিরুপন করা;
- সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপণ করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক শাক-সবজি এবং মৌসুমী ফলের (১৮টি) উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ-লোকসান নিরুপন করা;
- প্রতিবছর আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও মজুদ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা ও মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা;
- প্রতিবছর সারাদেশের হিমাগারের সংখ্যা, ধারণক্ষমতা ও সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- প্রতি মাসে সারাদেশের হিমাগারের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্ত হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য প্রেরণ করা;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য আলু বিপণন বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বিভিন্ন শাক সবজির ভেল্যুচেইন বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত অন্যান্য কার্যাবলী নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা।

গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী

গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ঘাটতি/উদ্বৃত্তের তথ্য প্রণয়নঃ

- প্রধান প্রধান মোট ৩১টি কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়পূর্বক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমন চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, তেল, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূলইত্যাদি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা হয়েছে;
- কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ, আমদানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জেলার কৃষিপণ্যের উৎপাদন, চাহিদা এবং ঘাটতি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা হয়েছে;
- ফলমূল, আম, শাকসবজি, আলু এবং ফুলের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ প্রতিবন্ধকতা এবং এর থেকে উত্তরণে একটি তথ্য বহুল প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত এতদ্ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রতিটি জেলায় ১০০ জন চাষীর কৃষক প্যানেল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- কৃষক পর্যায় হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য "কৃষকের ডায়েরী" তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশে-ষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্র/ছাত্রী গবেষণা শাখার তত্বাবধানে স্নাতক পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত করেছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে উপপরিচালক গবেষণা এর সহায়তায় ধান হতে চাল রুপান্তর কার্যক্রম শেষে মিলগেট পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মিলগেট পর্যায়ে চালের উৎপাদন খরচ ও সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারনী আর্থিক মডেল উন্নয়ন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চাল, পেঁয়াজ এবং আলুর মূল্য বৃদ্ধির কারণ উদ্ঘাটন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে গবেষণা শাখা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সহায়তা করা হয়েছে;
- কৃষিপণ্যের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা হয়েছে;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে; এবং
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের বিপণন চিত্র

ধান এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
বোরো মোটা	১৮৭০	২১২৪	১৮৮৮	১৭৩২	২৪৩২
বোরো মাঝারী	২০৩৮	২৪৪৪	২১৬৬	১৯৮৩	২৬৯১

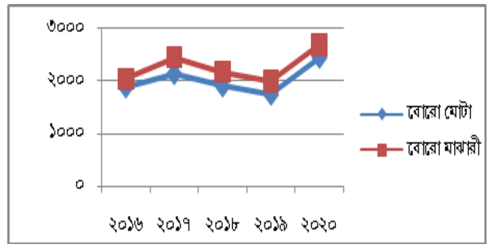

চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
চাল মোটা	২৬৮০	৩৭১৮	৩৪৬৯	২৭৪৫	৩৫৬২
চাল মাঝারী	৩৩৬৮	৪৩৭৯	৪১৮৩	৩৪৮৮	৪০৭৫
চাল সরু	৪১৮০	৫০৪৯	৫১৮৮	৪৫৪১	৫১৮৮

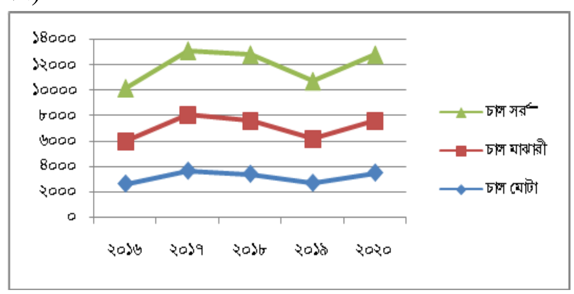

চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
চাল মোটা	২৯	৪০	৩৭	৩০	৫৫
চাল মাঝারী	৩৬	৪৬	৪৪	৩৭	৪৩
চাল সরু	৪৪	৫৩	৫৫	৪৮	৪৮

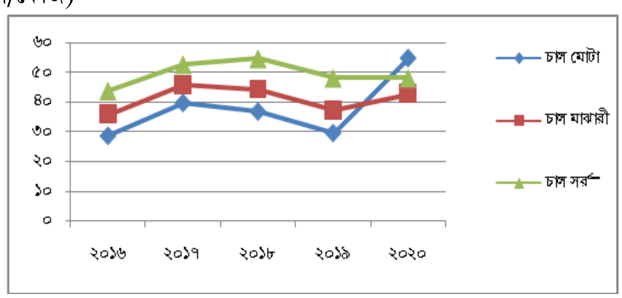

গম এর তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৯	২০	২১	২৩	২৪
পাইকারী	২০	২২	২৩	২৫	২৫
খুচরা	২৩	২৪	২৫	২৭	২৮

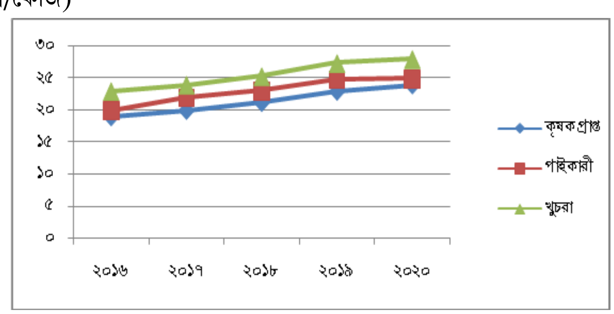

ভুট্টার তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৫	১৫	১৭	১৮	১৮
পাইকারী	১৭	১৭	১৯	১৮	১৯
খুচরা	২০	২০	২২	২১	২৩

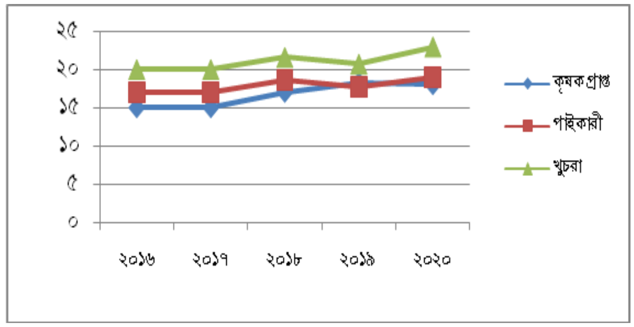

মসুর ডালের তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	৭৬	৫৯	৫৬	৬৯	৭১
পাইকারী	১২৯	১০৫	৮৩	৯০	১০৭
খুচরা	১৩৯	১২১	৯২	১০০	১১৪

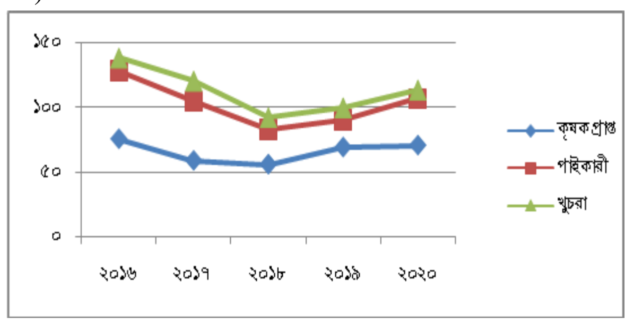

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
পেঁয়াজ	৩৩৬১	৪১০৯	৩৩৯৫	৬৬১০	৪১১৮
রসুন	৬৯৬৯	৫৫৪৯	৩৮৬৯	১১১৮৯	৭০০০
আদা	৬৫০৯	৭৩৪২	৭৯৮৩	১৩০০৩	৯০০৭
শুকনা মরিচ	১৩১০৭	১৩৩০০	১৪০৭৮	১৮৭১৩	১৯০৮২
হলুদ	১২৫০২	১২৩৯৫	১১৮৯১	১১৩৬৭	১১২৪৭
ধনিয়া	১০৯৫৫	৬৮৮৩	৭৬২৯	৮৩৯৮	৮৫৯২
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৫০২	৪৮৬৮	৪৯৬৬	৪৮১০	৪৮৫০

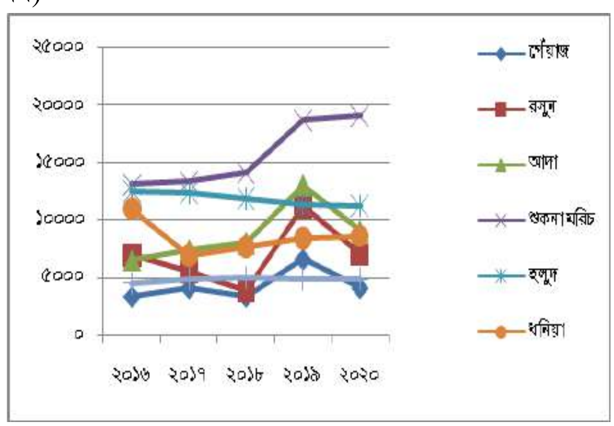

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
পেঁয়াজ	২৭১৮	৩৫৩১	৩৬৭৭	৪৯৪৩	৫৮০০
রসুন	৭০৯১	৮৫৮০	৪৪৩৪	৯০০২	৯৭৭১
আদা	৭৪৪৯	৬৯৭৮	৮৬৫১	১২৬৬০	১৪৫৯০
শুকনা মরিচ	১৫২৯২	১৪৬০১	১৫৪৪০	১৬৬৫৮	২০১৮৪
হলুদ	১৩৭০৩	১৩৫৯৬	১২৯৫৮	১২৬৭৬	১২৪৯৬
ধনিয়া	৯২১৯	৮০১২	৮৮৪২	৯৩৯১	৯৫০৭
সরিষা (তৈলবীজ)	৪৬২৯	৪৯৩৬	৫২৩৩	৪৮৭৪	৫২৬৪

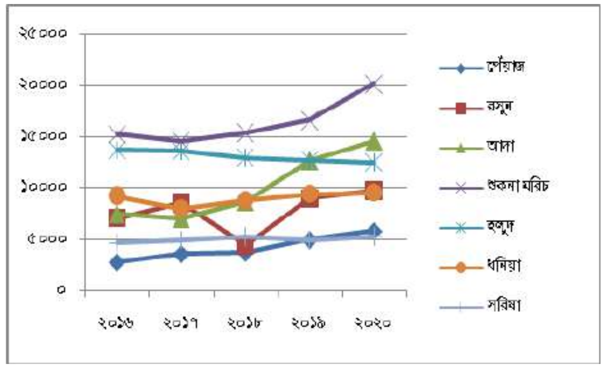

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
পেঁয়াজ	৩২	৪০	৪৩	৫৬	৬৫
রসুন	১২৯	১০৩	৫৫	১০৪	১১২
আদা	৯১	৮৮	১০২	১৪৫	১৪৯
শুকনা মরিচ	১৭৩	১৬৬	১৭২	১৮২	২২৫
হলুদ	১৫২	১৫০	১৪৭	১৩৯	১৩৯
ধনিয়া	১০৯	৯৬	১১০	১০৯	১১০
সরিষা(তৈল বীজ)	৫৯	৬০	৬২	৬০	৬২

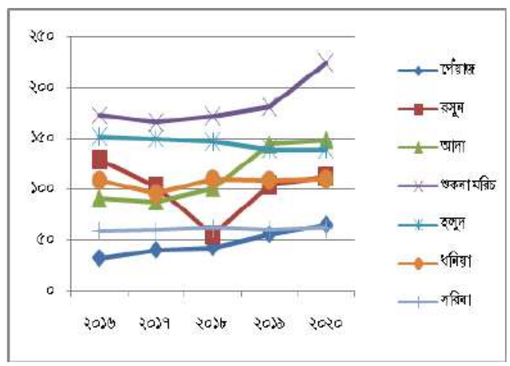

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজারদর

(টাকা/কুইণ্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মোরগ মুরগী মাঝারী	২৮১০৯	২৯৭০১	৩১৭৮৯	৩৪১৭৬	৩৪৮৬২
মোরগ মুরগী ফার্ম	১২৮৪০	১২৩১২	১১৭৫৫	১১১৬৮	১২১৪১
রুই মাঝারি	২১৮১১	২২৫৪৯	২২১০৩	২৩৭১৫	২২৬৬৮
কাতল মাঝারি	২০৫৬৪	২০৮৮১	২০৪২৯	২২০১৪	২১৩২৭
পাংগাস ছোট	১০২৪৬	৯৭৬০	১০২৩৯	১০৭০২	১০২৬৪
ইলিশ	৫৪২৪৫	৫৩৫৪৪	৩০২৪৩	৪৮৯৩৮	৪৪২৮৮

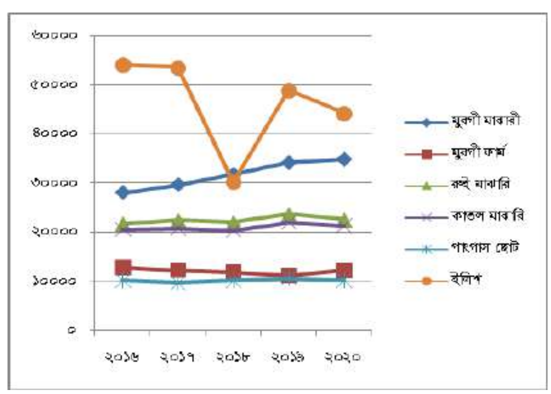

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মোরগ-মুরগী দেশী	২৯৪৯১	৩০৫৯২	৩২৩৪৮	৩৪৬৬১	৩৫২২১
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১৩০৪৫	১২৫১২	১১৮৫৬	১১৮১৪	১১২১৩
গরুর মাংস	৩৭৯৯৭	২৬৮২১	৪১৮৮৪	৪৭৭৯৯	৫০২৮৮
রুই মাঝারী	২৯১৮৩	২৯৪০৬	২৯৩৩৬	২৯৯৯১	২৮৬৬৪
কাতল মাঝারী	২৭৪২৮	২৭২৬২	২৭৮৪৭	২৯০৮৬	২৮২২৪
পাংগাস ছোট	৯৭২৬	৯২৩৭	৮৮৩১	৯৯১৯	৯৯৯১
ইলিশ	৬৮০০৭	৬৩৪৬০	৬০৪১০	৬৫৬৫৮	৬০৪১৩

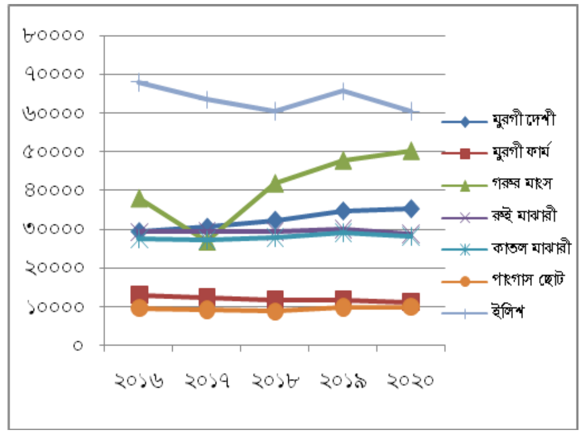

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মোরগ-মুরগী দেশী	৩১৯	৩৩৩	৩৪৯	৩৭৪	৩৭৭
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১৪২	১৩৭	১৩১	১৩২	১২৫
গরুর মাংস	৪০৩	৪৬৭	৪৩০	৫০৯	৫৩৬
রুই মাঝারী	৩২৬	৩২৭	৩২৫	৩৩৩	৩২০
কাতল মাঝারী	৩০৯	৩০৫	৩১২	২৫৫	৩৭৩
পাংগাস ছোট	১১৪	১০৯	১০৪	১১৭	১১৭
ইলিশ	৭৭৬	৭১৮	৭০৯	৭৬৫	৭০১

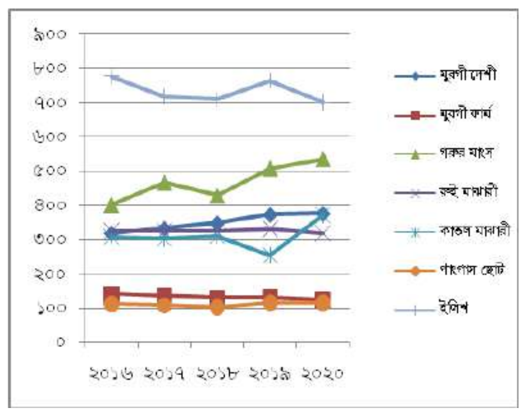

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৪	১২	১৫	১৪	২২
পাইকারী	১৭	১৩	১৬	১৫	২৪
খুচরা	২০	১৬	২০	১৯	২৮

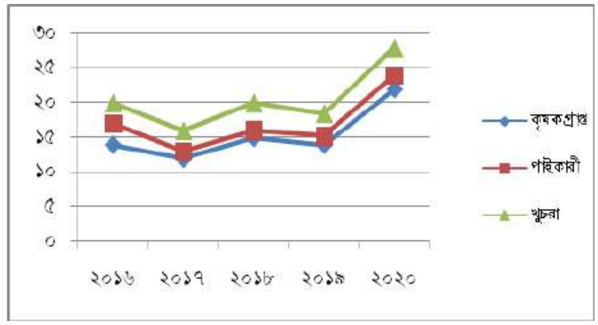

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২৪	২৮	২২	২৭	২৭
পাইকারী	২৬	৩৪	২৮	৩০	৩৪
খুচরা	৩৩	৪১	৩৪	৩৮	৪০

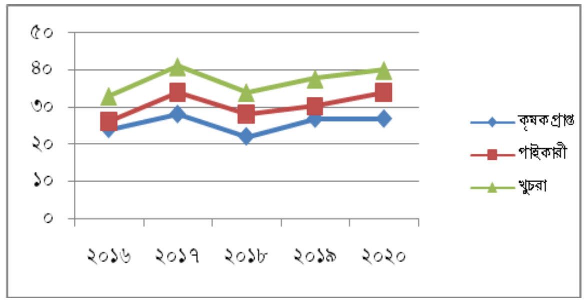

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৮	১৯	৩৪	৩৪
পাইকারী	৪১	৩৪	৩৮	৪৪	৩৫
খুচরা	৫০	৪১	৪৭	৫৪	৪৩

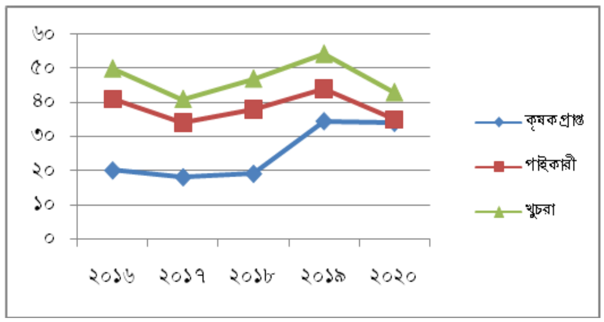

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষিপণ্যেও জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
তেঁতুল	১৪৪	১১০	১১২	১১৬	১১৭
নারিকেল	৪৫	৩৫	৩৫	৩৭	৩৭
কামরাঙ্গা	৩১	৩৩	৩১	৩৪	৩৫
মধু	৫৯৭	৫০৭	৫৪০	৫৬৯	৫৭২

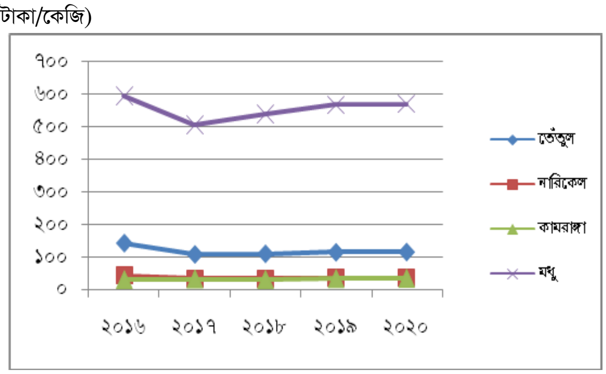

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৪	১২	১৫	১৪	২২
পাইকারী	১৭	১৩	১৬	১৫	২৪
খুচরা	২০	১৬	২০	১৯	২৮

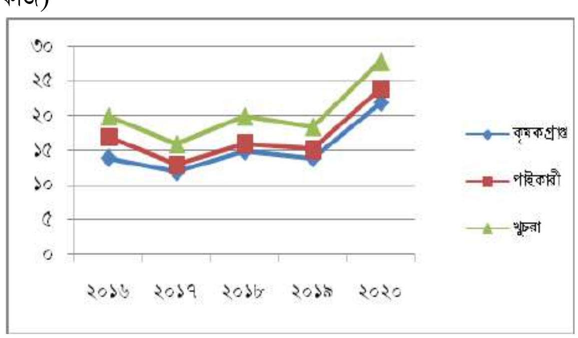

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২৪	২৮	২২	২৭	২৭
পাইকারী	২৬	৩৪	২৮	৩০	৩৪
খুচরা	৩৩	৪১	৩৪	৩৮	৪০

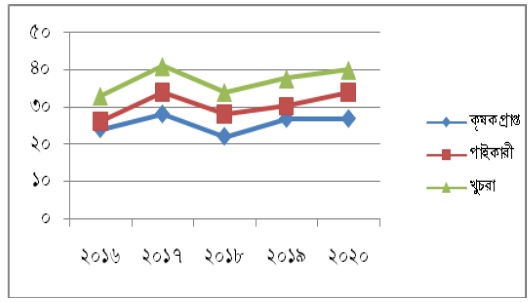

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৮	১৯	৩৪	৩৪
পাইকারী	৪১	৩৪	৩৮	৪৪	৩৫
খুচরা	৫০	৪১	৪৭	৫৪	৪৩

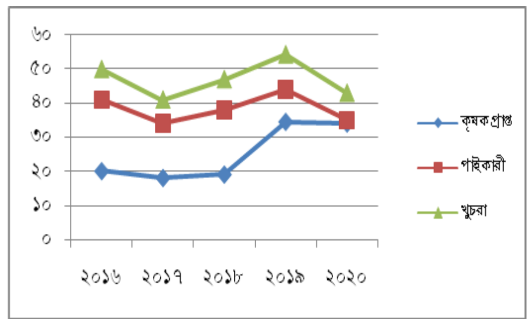

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষিপণ্যেও জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
তেঁতুল	১৪৪	১১০	১১২	১১৬	১১৭
নারিকেল	৪৫	৩৫	৩৫	৩৭	৩৭
কামরাঙ্গা	৩১	৩৩	৩১	৩৪	৩৫
মধু	৫৯৭	৫০৭	৫৪০	৫৬৯	৫৭২

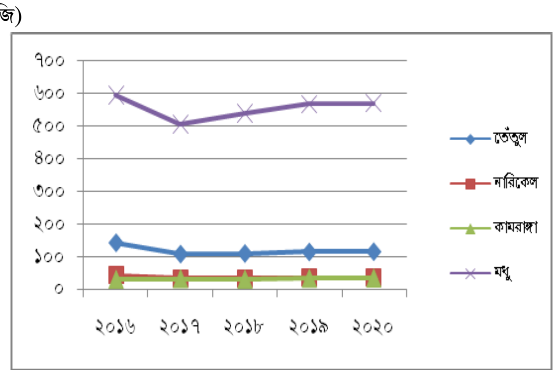

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষিপণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আমলকি	৮৯	১২৯	১৪৯	১৫৫	১৫৪
হরতকি	৬০	৬৫	৮১	৮৪	৮৪
ইসবগুলের ভুষি	৬১০	৬৪৫	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০
তুলশী	৬৩	৬২	৬৬	৬৮	৬৭
জলপাই	৬২	৮৪	১২৯	১২৪	১২৪

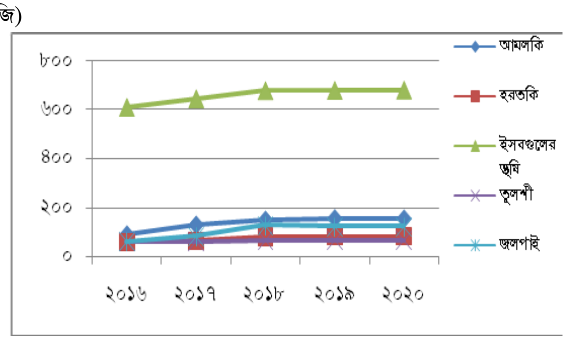

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৬৬০২	৫৭৪১	৫২৯৯	৬৮৩৯	৫১৬২
কলা চাঁপা	২০৫	২১৬	২৪২	২৩৫	২৩৫
কলা সবরি	৩৫৬	৩৬০	৩৮০	৪০৯	৪০৮
কলা সাগর	২৭৯	৩০৫	৩১৮	৩৩০	৩৩৪
পেয়ারা	২৮০৮	৫০৮২	৫৯১০	৫০০৬	৪৯০৭

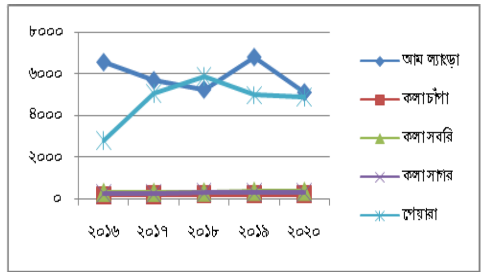

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর

(টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৫৬	৭৪	৬৯	৮১	৮০
কলা চাঁপা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৬
কলা সবরি	২৪	২৪	২৫	২৬	২৬
কলা সাগর	১৮	২০	২০	২১	২১
পেয়ারা	৬৭	৭১	৭৮	৭৪	৭৫

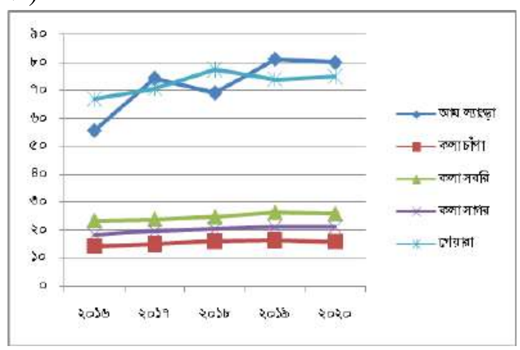

আলুর (হল্যান্ড-সাদা)তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৪	১২	১৫	১৪	২২
পাইকারী	১৭	১৩	১৬	১৫	২৪
খুচরা	২০	১৬	২০	১৯	২৮

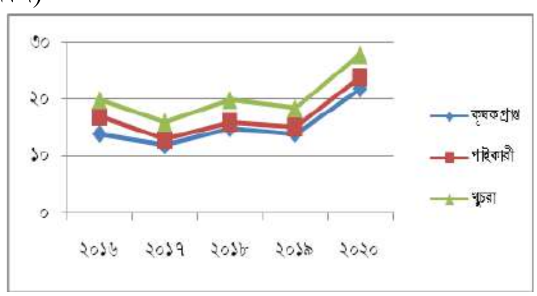

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২৪	২৮	২২	২৭	২৭
পাইকারী	২৬	৩৪	২৮	৩০	৩৪
খুচরা	৩৩	৪১	৩৪	৩৮	৪০

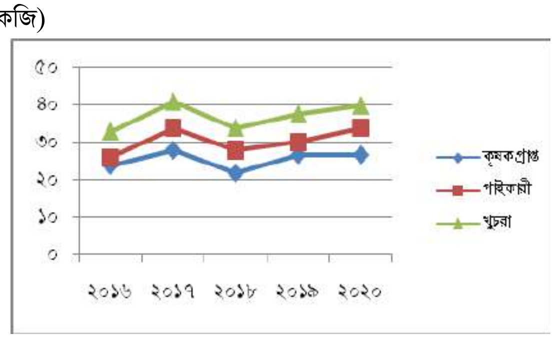

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৮	১৯	৩৪	৩৪
পাইকারী	৪১	৩৪	৩৮	৪৪	৩৫
খুচরা	৫০	৪১	৪৭	৫৪	৪৩

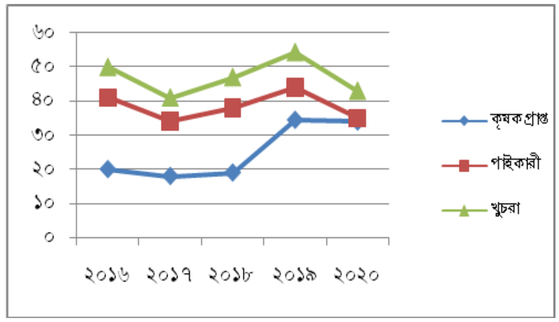

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষিপণ্যেও জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
তেঁতুল	১৪৪	১১০	১১২	১১৬	১১৭
নারিকেল	৪৫	৩৫	৩৫	৩৭	৩৭
কামরাঙ্গা	৩১	৩৩	৩১	৩৪	৩৫
মধু	৫৯৭	৫০৭	৫৪০	৫৬৯	৫৭২

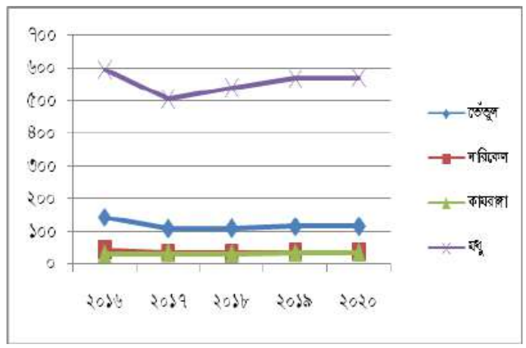

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষিপণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আমলকি	৮৯	১২৯	১৪৯	১৫৫	১৫৪
হরতকি	৬০	৬৫	৮১	৮৪	৮৪
ইসবগুলের ভুষি	৬১০	৬৪৫	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০
তুলশী	৬৩	৬২	৬৬	৬৮	৬৭
জলপাই	৬২	৮৪	১২৯	১২৪	১২৪

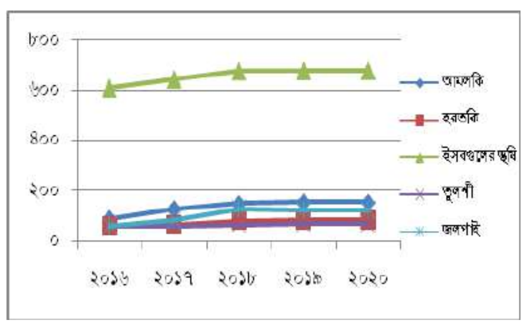

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৬৬০২	৫৭৪১	৫২৯৯	৬৮৩৯	৫১৬২
কলা চাঁপা	২০৫	২১৬	২৪২	২৩৫	২৩৫
কলা সবরি	৩৫৬	৩৬০	৩৮০	৪০৯	৪০৮
কলা সাগর	২৭৯	৩০৫	৩১৮	৩৩০	৩৩৪
পেয়ারা	২৮০৮	৫০৮২	৫৯১০	৫০০৬	৪৯০৭

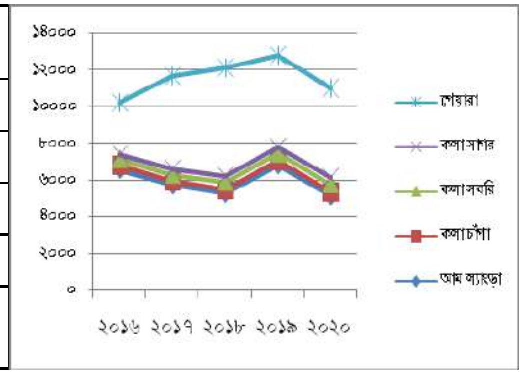

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর

(টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৫৬	৭৪	৬৯	৮১	৮০
কলা চাঁপা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৬
কলা সবরি	২৪	২৪	২৫	২৬	২৬
কলা সাগর	১৮	২০	২০	২১	২১
পেয়ারা	৬৭	৭১	৭৮	৭৪	৭৫

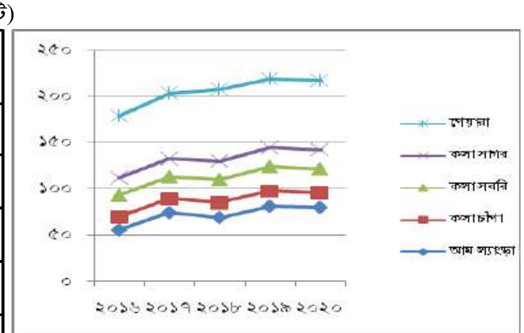

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	১৪	১২	১৫	১৪	২২
পাইকারী	১৭	১৩	১৬	১৫	২৪
খুচরা	২০	১৬	২০	১৯	২৮

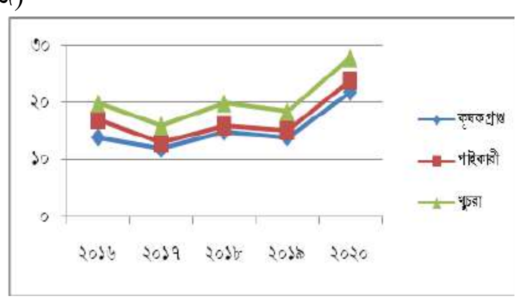

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২৪	২৮	২২	২৭	২৭
পাইকারী	২৬	৩৪	২৮	৩০	৩৪
খুচরা	৩৩	৪১	৩৪	৩৮	৪০

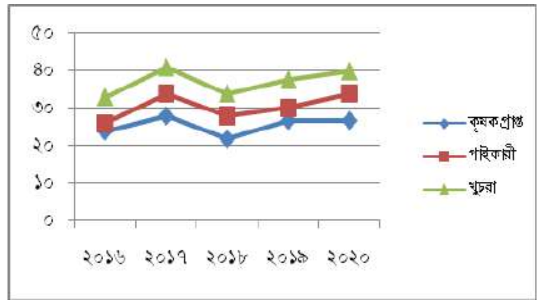

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৮	১৯	৩৪	৩৪
পাইকারী	৪১	৩৪	৩৮	৪৪	৩৫
খুচরা	৫০	৪১	৪৭	৫৪	৪৩

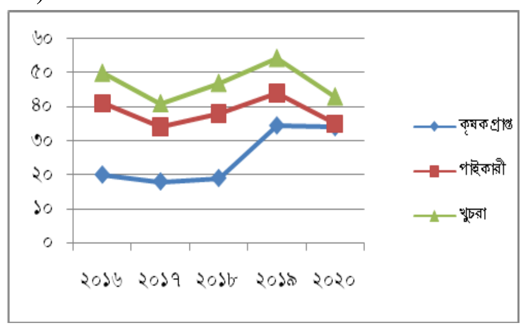

গুরূত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষিপণ্যেও জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
তেঁতুল	১৪৪	১১০	১১২	১১৬	১১৭
নারিকেল	৪৫	৩৫	৩৫	৩৭	৩৭
কামরাঙ্গা	৩১	৩৩	৩১	৩৪	৩৫
মধু	৫৯৭	৫০৭	৫৪০	৫৬৯	৫৭২

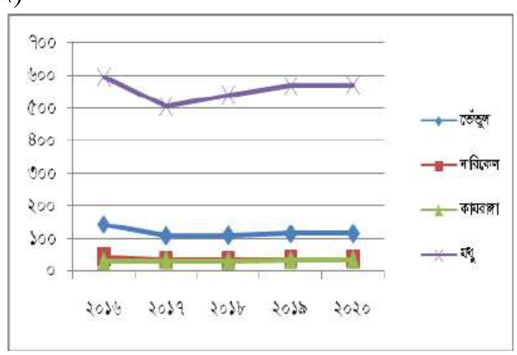

গুরূত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষিপণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আমলকি	৮৯	১২৯	১৪৯	১৫৫	১৫৪
হরতকি	৬০	৬৫	৮১	৮৪	৮৪
ইসবগুলের ভুষি	৬১০	৬৪৫	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০
তুলশী	৬৩	৬২	৬৬	৬৮	৬৭
জলপাই	৬২	৮৪	১২৯	১২৪	১২৪

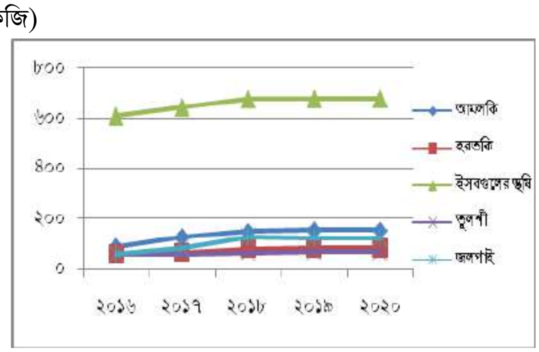

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৬৬০২	৫৭৪১	৫২৯৯	৬৮৩৯	৫১৬২
কলা চাঁপা	২০৫	২১৬	২৪২	২৩৫	২৩৫
কলা সবরি	৩৫৬	৩৬০	৩৮০	৪০৯	৪০৮
কলা সাগর	২৭৯	৩০৫	৩১৮	৩৩০	৩৩৪
পেয়ারা	২৮০৮	৫০৮২	৫৯১০	৫০০৬	৪৯০৭

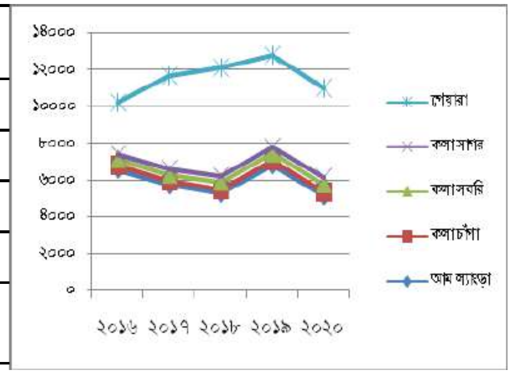

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর

(টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আম ল্যাংড়া	৫৬	৭৪	৬৯	৮১	৮০
কলা চাঁপা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৬
কলা সবরি	২৪	২৪	২৫	২৬	২৬
কলা সাগর	১৮	২০	২০	২১	২১
পেয়ারা	৬৭	৭১	৭৮	৭৪	৭৫

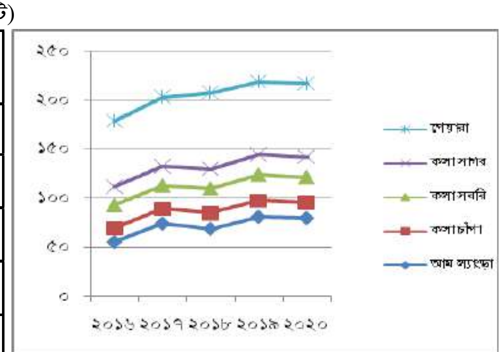

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০-২০২১

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	৮০০
সার	৫৬৮৫
বালাই ব্যবস্থাপনা	১৯০০
শ্রমের মজুরী	৩৭০০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৪৫০০
সেচ	৮০০০
মাড়াই	৩০০০
মূলধনের সুদ	৭৪৮
জমির ভাড়া/লিজ	৭৫০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৬৯৬৩৩
উৎপাদন ঃ	
ধান	২৫০০
খড়	৪৬০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৬৫০৩৩
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৬.০১

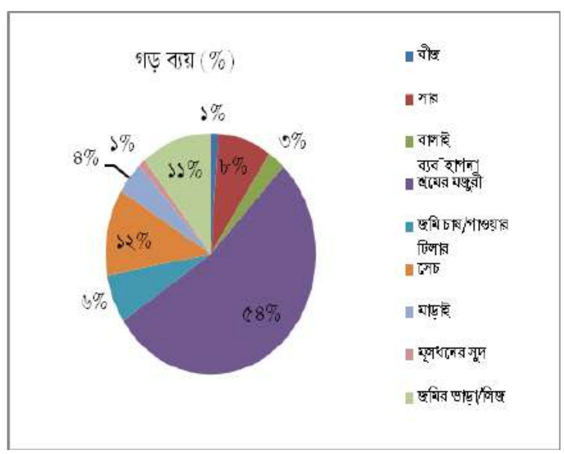

বোরো চাল

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বোরো চাল গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৩৮.৯৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৭২,৫৩৩ টাকা

এবং মোট আয় ৬৬,০০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৫৭,৭৫০ টাকা। একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১৬৫০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ

ক্রমিক নং	উৎপাদনে খরচের খাত	গড় ব্যয়
১	ধান হতে উৎপাদিত চালের পরিমাণ (কেজি)	১৬৫০
২	একর প্রতি ভাঙ্গা চাল /খুদের পরিমাণ ও মূল্য	৪৫০০
৩	একর প্রতি কুড়ার পরিমাণ ও মূল্য	৩৭৫০
৪	ধান হতে চাল করতে মিলিং খরচ	৭৫০০
	একর প্রতি গড় খরচ	৭২৫৩৩
	একর প্রতি নীট খরচ	৬৪২৮৩
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	৩৮.৯৬
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	৪০
	মোট আয়	৬৬০০০
	নীট লাভ	৫৭৭৫০

আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০-২০২১

উপকরণের বিবরণ	মূল্য/ব্যয় টাকা
বীজ	৭২০
সার	৫০০০
বালাই ব্যবস্থাপনা	১৩০০
শ্রমের মজুরী	২১২০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৪৫০০
সেচ	১৫০০
মাড়াই	৩০০০
মুলধনের সুদ	৭৭৮
জমির ভাড়া/লিজ	৭৫০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৪৫৪৯৮
উৎপাদন ঃ	
ধান	১৭০০
খড়	২৫৫০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৪২৯৪৮
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৫.২৬

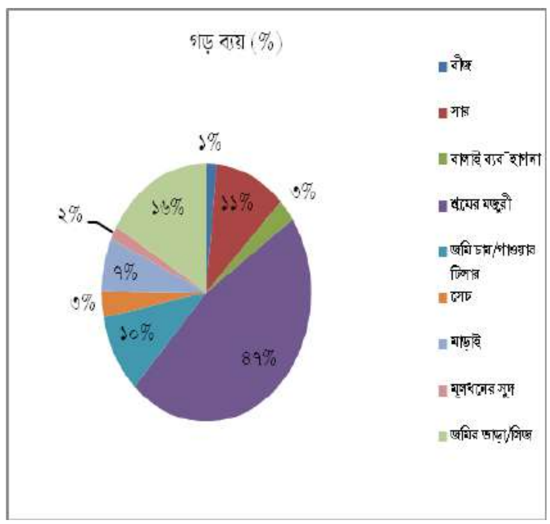

গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০-২০২১

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	২৭৫০
সার	৩৪৩০
বালাই ব্যবস্থাপনা	৫০০
শ্রমের মজুরী	২০২৫০
জমি চাষ	৪৫০০
সেচ	২০০০
মাড়াই	৭০০০
মূলধনের সুদ	৭৬৫
জমির ভাড়া/লিজ	২০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৪৩১৯৫
উৎপাদন ঃ	
গম	১৫০০
খড়	২৮০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৪০৩৯৫
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৬.৯৩

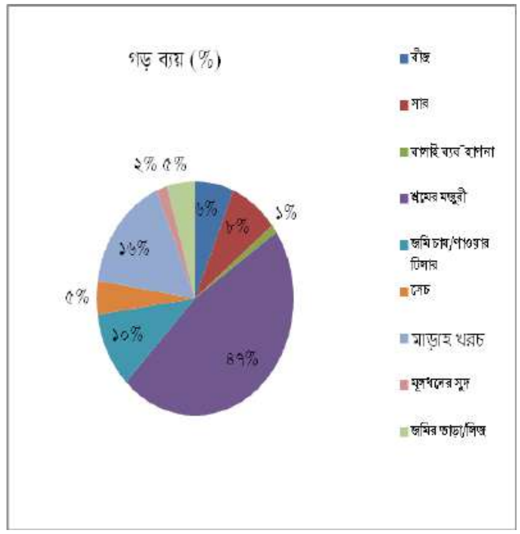

পেঁয়াজ ফসলের উৎপাদন খরচ:

পেঁয়াজ ফসলের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১৯.২৪ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৯১৯৬৮ টাকা এবং আয় ১১৯৫০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২৭৫৩২ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭৮০ কেজি।

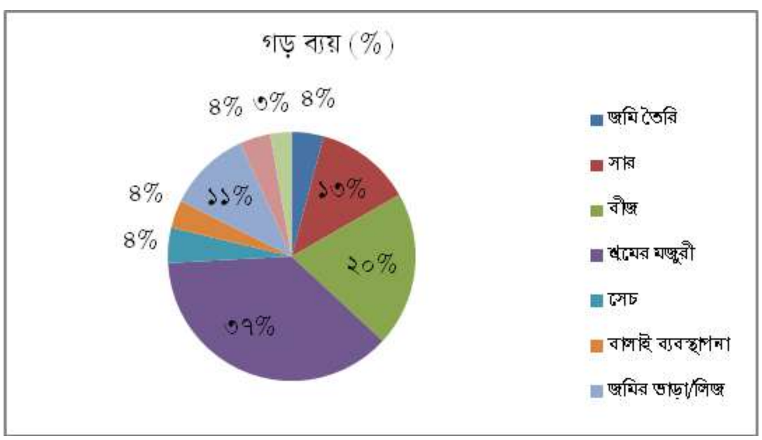

সারণী : ২০২০-২০২১ মৌসুমে পেঁয়াজ ফসলের উৎপাদন খরচ

উৎপাদন খরচের খাত	**মূল্য/ব্যয় (টাকা)**
জমি তৈরি	৩৮৫৮
সার	১১৫৭১
বীজ	১৮৪২৯
শ্রমের মজুরী	৩৪৩৫৫
সেচ	৪১৮৪
বালাই ব্যবস্থাপনা	৩৩০৩
জমির ভাড়া/লিজ	৯৯৭৪
ঋণের সুদ	৩৭০৭
অন্যান্য খরচ	২৫৮৭
মোট উৎপাদন ব্যয়	৯১৯৬৮
মোট গড় উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৪৭৮০
কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	১৯.২৪
কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর (প্রতি কেজি)	২৫
মোট আয়	১১৯৫০০
নীট লাভ	২৭৫৩২

আলু ফসলের উৎপাদন খরচ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৭৩ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১০৭,৪৭০ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৭,৪০৩ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৬৯৯৩৩ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১১,০৪০ কেজি।

সারণী: ২০২০-২০২১ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচ

(টাকা/একর)

ক্র: নং	**উপকরনের বিবরণ**	**গড় ব্যয়**
১	জমি তৈরি	৪,২৮৮
২	সার বাবদ	১৩,২০৬
৩	বীজ বাবদ	২৯,৯৫৯
৪	শ্রমিক বাবদ	২৭,৩৩০
৫	সেচ	৪,৯২১
৬	কীট নাশক	৪,৪১৫
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৬১৩৬
৮	ঋণের সুদ	৩,১৩০
৯	অন্যান্য খরচ	৪০৮৪
মোট উৎপাদন খরচ		**১০৭,৪৭০**
মোট উৎপাদন পরিমাণ (কেজি)		১১,০৪০
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচঃ		৯.৭৩
গড় বাজারদর		১৬.০৭
মোট আয়		১,৭৭,৪০৩
নীট লাভ		**৬৯,৯৩৩**

চিত্র:২০২০-২০২১ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

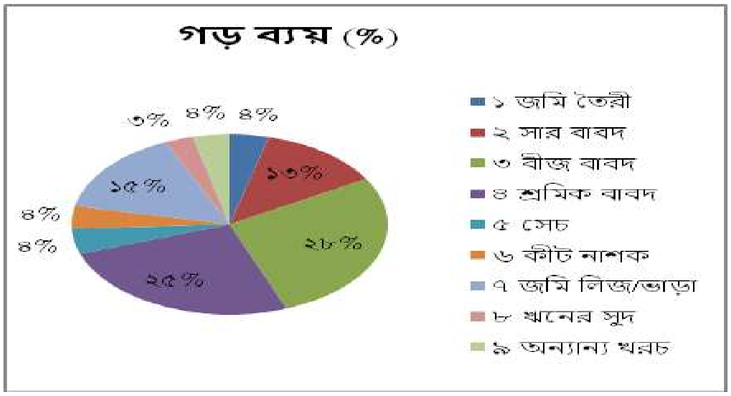

আলু ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

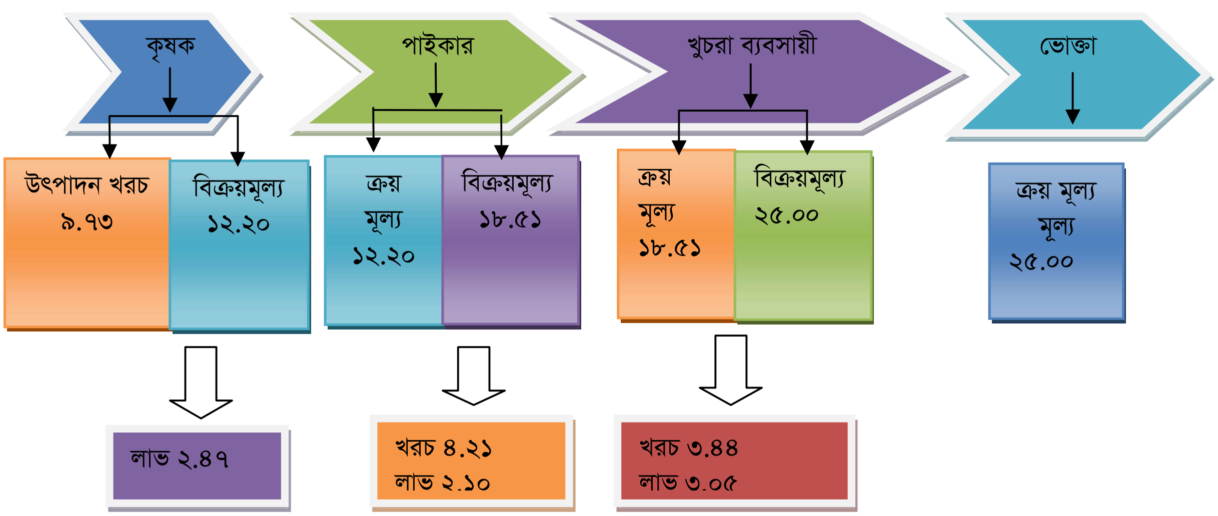

হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য ২০২১

মোট হিমাগারের সংখ্যা			মোট উৎপাদ-নের পরিমাণ (লক্ষ মে:টন)	মোট ধারণক্ষমতা (মে:টন)			২০২১ সালে সংরক্ষণ (মে:টন)			২০২০ সালে সংরক্ষণ (মে:টন)	ধারণ ক্ষমতার কতভাগ ব্যবহার করা হয়েছে
চালু	বন্ধ	মোট		চালু	বন্ধ	মোট	খাবার	বীজ	মোট		
৩৬৩	৩১	৩৯৪	১১৩.৭১	২৮,৯৯,৪১৪	১,৫৮,৬০৯	৩০,৫৮,০২৩	১৮,৩০,৮৭৪	৭,৯৮,৬২৩	২৬,২৯,৪৯৭	২১,৪৪,৭৫৩	৯০.৬৯%

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪২টি জেলা থেকে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সারাদেশে মোট ৩৬৩টি চালু হিমাগার রয়েছে। চালু হিমাগারের ধারণক্ষমতা ২৮,৯৯,৪১৪ মে:টন এবং বন্ধ হিমাগারের ধারণক্ষমতা ১,৫৮,৬০৯ মেঃটন। ২০২১ সালে আলু

সংরক্ষিত হয়েছে (খাবার আলু ১৮,৩০,৮৭৪ ও বীজ আলু ৭,৯৮,৬২৩)= ২৬,২৯,৪৯৭ মে:টন, যা চালু হিমাগারসমুহের মোট ধারণক্ষমতার প্রায় ৯০.৬৯% ভাগ। অন্যদিকে ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে (২৬,২৯,৪৯৭ -২১,৪৪,৭৫৩)= ৪,৮৪,৭৪৪ মে:টন বেশি আলু সংরক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাপ্ত তথ্যমতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ **১১৩.৭১** লক্ষ মেঃটন এবং ২০২১ সালে হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর পরিমাণ ২৬.২৯ লক্ষ মেঃটন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২৩% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান;
- গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা;
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা; এবং
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনাঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্রে উল্লেখিত বিধানাবলী অনুযায়ী গুদামসমূহ এলজিইডির নিকট হতে হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৩৮৮৬জন কৃষক পরিবারকে ৪০৯২ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৪৮৩.৩৫লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। গুদাম এলাকার ২ কিলোমিটারের মধ্যে জরিপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরি, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০২০-২০২১ অর্থবছর:

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় **২০২০-২০২১** অর্থবছরে মোট ৪৫৯৬ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন এবং গুদামে ৪৩৬০ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৪১০.৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫

বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

২০২০-২০২১ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক :

বিভাগের নাম	গুদাম সংখ্যা	কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা)
শেরপুর	১৭	৯৬৩	৮০৪	১২১.১৩	৩.৪৬
মাগুরা	১৬	৯৬৪	৯৩৬	৫৩.৭৫	০.৬২
বরিশাল	১	২১৬	৯০	০.০০	০.০২
রংপুর	৪৭	২৪৫৩	২৫৩০	২৩৫.৬০	২৫.০২
সর্বমোট	৮১	৪৫৯৬	৪৩৬০	৪১০.৪৮	২৯.১২

অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা,শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য):

অর্থ বছর	সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)
২০১৬-২০১৭	৩৩৯৯	৩৭৮৩	৪৬৯.৮০
২০১৭-২০১৮	৪৩৮৮	৫০০৫	৭০২.১১
২০১৮-২০১৯	৪০১৯	৪২৮৭	৪৫৩.৭৮
২০১৯-২০২০	৩০২৫	৩০২৪	৩৮০.৬০
২০২০-২০২১	৪৫৯৬	৪৩৬০	৪১০.৪৮
সর্বমোট	**১৯৪২৭**	**২০৪৫৯**	**২৪১৬.৭৭**

(২) আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠন :

গুদাম কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ”শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড” নামে ২,৭৯,৭৭,০০০/-টাকার এফডিআর করা হয়েছে। এছাড়াও চলমান কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যে ৬টি গুদাম হতে ৯,৩১,৬৬০/- টাকা আপদকালীন সহায়তা ফান্ড নামের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হয়েছে।

(৩) ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়ার হাউজ অর্ডিন্যান্স **১৯৫৯** এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার হাউজের জেলাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে **১৭৯১**টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে **২৫১**টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ওয়ার হাউজের সংখ্যা	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩৭১টি	৭টি
২।	খুলনা	৫০২টি	১৬টি
৩।	চট্টগ্রাম	১৫৬টি	৬৭টি
৪।	রাজশাহী	১৩২টি	২৬টি
৫।	রংপুর	১৭২টি	৫৫টি
৬।	বরিশাল	২১৭টি	৭০টি
৭।	সিলেট	১৬৫টি	নাই
৮।	ময়মনসিংহ	৭৬টি	১০টি
	মোট	১৭৯১টি	২৫১টি

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার অন্নদানগর গুদাম উপদেষ্টা কমিটির এক সভা গত ২৬-০৭-২০২১ তারিখ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ শামসুল আরেফীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন শাখা

প্রশাসনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর কার্যালয় ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরির খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ অন্যতম।

প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ০৪ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৮ জন কর্মকর্তা ও ৪১ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মকর্তা ও ২৬ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ০৪ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৬ জন সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করায় জানুয়ারী, ২০২০ মাসে উক্ত কর্মকর্তাগণ যোগদান করেন।

ইতোপূর্বেই কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন হওয়ায় ৪০৯টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ২১২টি পদ শুন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার নতুন নিয়োগবিধি অনুমোদিত হওয়ায় শুন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ক্যাডার নিয়োগ বিধি হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যাডার নিয়োগ বিধির উক্ত হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দ্রুত শুন্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মামলা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়নি। তবে ইতোপূর্বে দায়ের হওয়া হাইকোর্টে রীট মামলা ০৩টি ও নিম্ন আদালতে সার্টিফিকেট মামলা ০১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোট ০২টি মামলা চলমান রয়েছে।

সাজ-পোষাক ঃ

অধিদপ্তরের ২০তম গ্রেডের মোট ১৯ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ ঃ

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৭,৩৯০ টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ৩,৬৮৭ টি পত্র ও প্রতিবেদনে ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

লাইব্রেরী ঃ

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮৯৫টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

অবকাঠামো ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ৬৯টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদামসহ মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও এমওইউ এর মাধ্যমে অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট প্রায় ২০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

যানবাহন ঃ

এ অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলাট্রাক রয়েছে।

আইসিটি সরঞ্জামাদি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১২৬টি সিপিউ, ১২৬টি মনিটর, ১২৬টি-কী বোর্ড, ১২৬টি মাউস, ১৮টি-ল্যাপটপ, ৫৯টি ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৫টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৪১টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামাদির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পোষ্টার-১৪,৫০০টি, বুকলেট-১০০০টি, ১,৯০,০০০টি লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ৫২,০০০টি ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী

ও ভোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন ৩০০ কপি মুদ্রণ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ ৫৯টি মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারি আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতদব্যতীত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৭ সংখ্যক স্মারকে ১ম শ্রেণির ০২টি ক্যাডার ও ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৬ সংখ্যক স্মারকে তৃতীয় শ্রেণির ০৬টি এবং ০৪/১১/২০১৯ তারিখের ৪৫৭ সংখ্যক স্মারকে চতুর্থ শ্রেণির ০১টি পদ সৃজন করা হয়।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
১.	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (Grievance Redress System (GRS)	ফোনঃ ৫৫০২৮৩৯১ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com
২.	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৩৯১ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com
৩.	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৬৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com
৪.	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৬৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com
৫.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৬.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৭.	জনাব এস,এম সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	কল্যাণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ sayed.nandan@yahoo.com
৮.	জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত	ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
	সহকারী পরিচালক	ফোকাল পয়েন্ট	ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com

হিসাব সংক্রান্ত ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা মার্কেটিং অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

আর্থিক বাজেট ২০১৯-২০ অর্থ বছরঃ

টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব ঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মূল বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পণ
২৬,৯১,০০	২৭,২৫,৪১	২৫,৯৪,৮০	১,৩০,৬১

হিসাব শাখা

১. উন্নয়ন বাজেটঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) ১লা জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৪১৭৬.০০	২৯৯৮.০০	২৯.৯৮ (১০০%)
০২	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১লা অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত (সংশোধিত)	২২৫১.০০	৬১১.০০	৬.১০৯ (৯৯.৯৮%)
০৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ১লা জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৩৬৫১.০০	৬৫৮.০০	৬.৫৭৫ (৯৯.৯২%)

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত	১১৪.০০	১১৪.০০	১১৩.৮৮ (৯৯.৮৯%)
০২	জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৭.০০	৭.০০	৬.৯৯ (৯৯.৮৬%)
০৩	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	২.২০	২.২০	২.১৯৫ (৯৯.৭৭%)

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি) (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	২০২০-২১	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১	অনুন্নয়ন	৩১১৭.০০	৩০৮১.৩০
০২	উন্নয়ন	১০৮৭৮.০০	৪২৬৭.০০
০৩	**কর্মসূচি**	১২৩.২০	১২৩.২০
সর্বমোটঃ		**১১৩১২.২০**	**৭৪৭১.৫০**

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটঃ

অনুন্নয়নঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
০১	৩১০০	নগদ মঞ্জুরী ও বেতন	২২৫৭.০০	২১৭৩.৫০
০২	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৭৭৬.৫০	৮২২.৪০
০৩	৪১০০	অ-আর্থিক সম্পদ	৮৩.৫০	৮৫.৪০
মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)			**৩১১৭.০০**	**৩০৮১.৩০**

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলীঃ

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনহাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি -বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সমন্বয় করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা;
- বাংলাদেশ বেতারের কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার আইন, বিধি, নীতি, স্মারক,চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান;এবং
- অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক কাজের সমন্বয় করা।

সমন্বয় সভার আয়োজনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১০টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ৫৫টি এবং ই-ফাইলে ২৮২টি পত্র জারী করা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণঃ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্বশর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে অফিস ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০ প্রণয়ন, নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, ই-ফাইলিং, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৭, Annual Performance Agreement, ২০২০-২০২১, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ডিপিপি প্রণয়ন, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি আইন- ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯, কৃষি ইতাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

আমাদের দেশের কৃষকগণ বিপণন বিষয়টিকে অন্যতম একটি সমস্যা মনে করে। তাঁরা এ সমস্যাকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপণ্য ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব ও কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর বিপরীতে তাঁরা সম্ভাব্য কোনো সমাধান পায় না। সফল বিপণন ব্যবস্থার জন্য নিত্য নতুন দক্ষতা, টেকনিক এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জনবল, প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকা ইত্যাদির কারণে আশানুরূপ ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না; তথাপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব কর্মস্থলের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৬৬০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়; তন্মধ্যে ১০টিতে জনবলসহ কার্যক্রম চালু আছে। যথাঃ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৯০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন’ ও ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫৫ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণন কৌশল’ ও ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

২. কক্সবাজার জেলায় উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৩. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫৫ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' ও 'কৃষি বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. কৃষি বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণার্থী)

২. রাজশাহীতে কৃষি বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৪. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫৫ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল' ও 'উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণন কৌশল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোরে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ছাদ বাগান উদ্বোধন

কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী)

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে খুলনায় অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের;
- ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে;
- প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ. মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’, ‘সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক কলাকৌশল’ ও ‘ব্র্যান্ডিং ও নিরাপদ সবজি বিপণন কলাকৌশল’বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২.ব্র্যান্ডিং ও নিরাপদ সবজি বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৯০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন' ও 'অনলাইনে বিপণন উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. অনলাইনে বিপণন উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুরে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৭. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫৫ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব' ও 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল' প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১. কুমিলায় অনুষ্ঠিত ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী

২. বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোকসজ্জা

৮. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৬০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন' ও 'কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদীতে কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক মহোদয়

২. নরসিংদী প্রসেসিং সেন্টারে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

<u>আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (পঞ্চগড় ও মাগুরা)</u>

- সমাপ্ত 'শস্যগুদাম ঋণকার্যক্রম' (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রুপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে কারিগরি ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ১টি ও ১৯৯১-৯২ সালে মাগুরা জেলায় ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন এবং ভবনটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- প্রায় ২০-৩০জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন পঞ্চগড় কেন্দ্রটিতে আর মাগুরা কেন্দ্রটিতে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরি আছে এবং এতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা আছে।

৯.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড় কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল' প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১০.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৪৫ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন'প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১১.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা (অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার)

- সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস ও ৩য় তলায় ডরমেটরি।

- মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম আছে;
- এক পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা

বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- জেলা পর্যায় হতে প্রস্তাবিত মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা বাজার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজারকারবারীদের জন্য কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর তপসিলভুক্ত কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে প্রদত্ত লাইসেন্স এর হার নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্র্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচির আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর বিধি প্রনয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি মুদ্রণালয় হতে মুদ্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালাঃ

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 Ges The Agricultural Produce Markets Regulation Act, ১৯৬৪ আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত আইনের আওতায় প্রণিত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিস্লেটিভ বিভাগে ভেটিং এর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যুঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হচ্ছে।কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় প্রস্তাবিত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত বিধিমালার আওতায় নতুনভাবে নির্ধারিত লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ফি কার্যকর হবে।

প্রজ্ঞাপিত বাজারঃ

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং ধারায় দেশের যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৯৪৯টি বাজার প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত নন ট্রাক্স রেভিনিউ আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক অধিকসংখ্যক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স এর আওতাভুক্তকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাজারকারবারীগণের লাইসেন্স সংখ্যাঃ দেশে বিদ্যমান ৯৪৯টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে মোট বাজারকারবারীগণের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার।

রাজস্ব আদায়ঃ

বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

টেবিল-১ ঃ কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের *শ্রেণি*ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান

শ্রেণী বিভাগ	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি
ক) পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদদার	৫০০/-	৫০০/-
খ) কমিশন এজেন্ট, ব্রোকার (দালাল), গুদামজাতকারী	৪০০/-	৪০০/-
গ) ওজনদার, পরিমাপকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, যাচনদার অথবা গ্রেডার	১০০/-	১০০/-

টেবিল-২ ঃ রাজস্ব আদায়ের পরিমান

বিভাগ	অর্থ বছর			
	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ঢাকা	৫২.৯৯	৫৩.২১	৫০.৩৮	৬০.৯৬
চট্টগ্রাম	৩৪.২৮	৩৬.১৬	৩১.৫৭	৩৪.৯৫
সিলেট	৮.৩১	৭.৯৬	৭.১৫	৯.১২

রাজশাহী	২১.৯১	২১.৭৩	২২.৪৬	২৮.১৬
রংপুর	৮.৪	৮.৯৯	৮.১৬	১০.৭৫
খুলনা	২৩.৭২	২৪.৮১	১৯.৯৩	২৬.২৪
বরিশাল	১৩.০১	১৪.১১	১৪.৬৩	১৬.৩৫
মোট	**১৬২.৬২**	**১৬৬.৯৭**	**১৫৪.২৮**	**১৮৬.৪৮**

২০১৭-১৮ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের লেখচিত্র

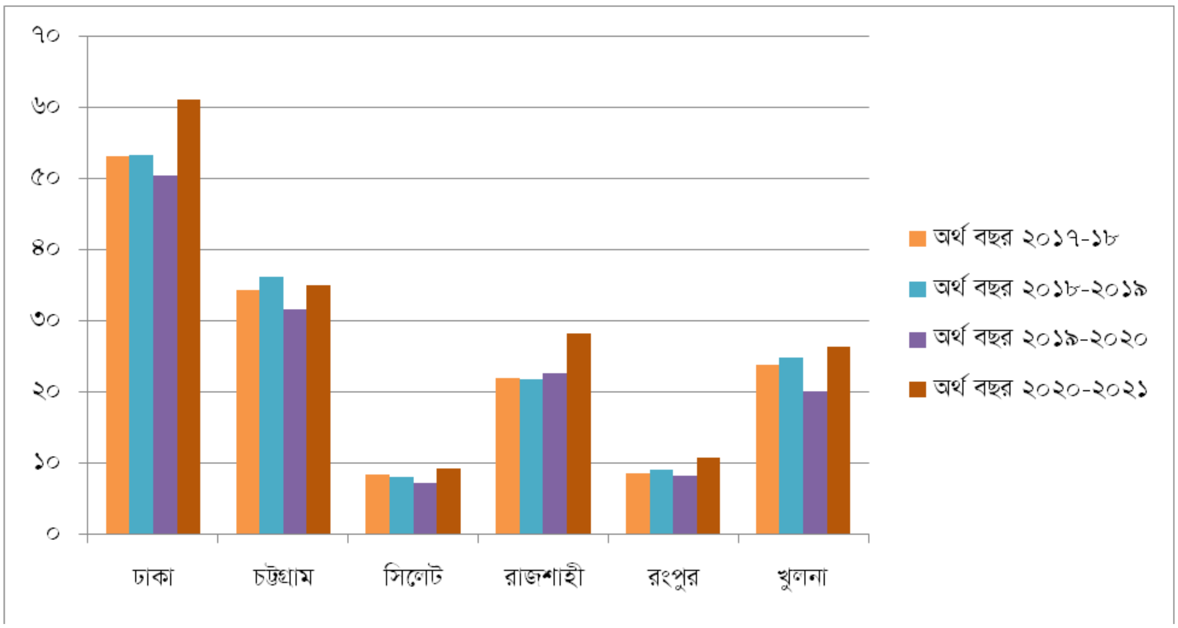

কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা

বাজার ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলীঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা ও সেন্ট্রাল মার্কেট)ঃ

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সংবলিত প্রকল্পভুক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ'' প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্য ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়তন ও অবস্থান ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেটটি সর্বমোট ১.৪১ একর জমির উপর নির্মিত। বাস্তবে মার্কেট স্থাপনার আওতায় ১.০০ একর জমি এবং অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণিত সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি ঢাকা আরিচা মহাসড়ক হতে গাবতলী বেড়িবাঁধ ধরে প্রায় ১/২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। বেড়িবাঁধ হতে মার্কেটের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা ঃ

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
০১	জমির পরিমান	১.৪১ একর
০২	ওয়াশিং এরিয়া	২২০ বর্গফুট
০৩	অকশন এরিয়া	৯১৭ বর্গফুট
০৪	সর্টিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া	৫০০ বর্গফুট
০৫	ড্রাই ষ্টোরেজ	১,২৫২ বর্গফুট
০৬	প্রিকুলিং এরিয়া	৩০৫ বর্গফুট
০৭	কুলিং এরিয়া	৬৯০ বর্গফুট
০৮	গোডাউন	৩৬৪ বর্গফুট
০৯	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৫০ বর্গফুট
১০	টয়লেট এরিয়া	৭১৬ বর্গফুট
১১	মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস	৫৪৫ বর্গফুট
১২	ট্রেনিং সেন্টার	১,৬৩৫ বর্গফুট
১৩	ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া	৫,৪৬৫ বর্গফুট
১৪	উইমেন্স কর্ণার	৫৪০ বর্গফুট
১৫	ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া	৩,১৭০ বর্গফুট
১৬	স্পেসিয়ালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন	২,৩৪৮ বর্গফুট
১৭	লোডিং-আনলোডিং এরিয়া	৭,২৬২ বর্গফুট
১৮	পার্কিং এরিয়া	৩,৮০০ বর্গফুট
১৯	ইন্টারনাল ড্রেইন	৪১০ বর্গফুট

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
২০	ইন্টারনাল রোড	১৭,৫০০ বর্গফুট
২১	গ্যারেজ	২৮১ বর্গফুট
২২	গার্ডসেড	১২২ বর্গফুট
২৩	ডাস্টবিন	২১৫ বর্গফুট
২৪	সাব-স্টেশন (যন্ত্রপাতি সহ)	৭১০ বর্গফুট

বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধা ঃ

- পরিবহন সুবিধাঃ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান (কুলিং সুবিধাসহ) ও ০৫ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে। এগুলো পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার হার নির্ধারণ করা আছে।
- কুল চেম্বার সুবিধাঃ কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য ২০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কুল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ হিমাগারটির সাথে সবজি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরনের কর্তনোত্তর সেবা (চড়ংঃ ঐধৎাবংঃ গধহধমবসবহঃ) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার চেইনের ভিত্তি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষিপণ্য রপ্তানীতে কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার (Post Harvest) সকল সুবিধা একই স্থান হতে (One stop Service Centre) প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়-ব্যয় ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেট হতে পরিচালিত আয় হতে অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি তদারকি করে থাকেন। বাজার কমিটির সভাপতি হিসেবে মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করছেন।

বাজারের অবস্থান ও ধরণ ঃ

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া ’পাবা’ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভুক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

নং	জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা				বাজারের ক্যাটাগরী
		গ্রোয়ার্স	পাইকারী	সেন্ট্রাল মার্কেট	মোট	
১	শেরপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
২	বরিশাল	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৩	যশোর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৪	হবিগঞ্জ	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৫	দিনাজপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৬	নোয়াখালী	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৭	ঢাকা	-	-	০১টি	০১টি	এনসিডিপি বাজার
৮	রাজশাহী	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
৯	রংপুর	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার

১০	বগুড়া	০৩	০১	-	০৪টি	এনসিডিপি বাজার
১১	দিনাজপুর	০৮	০১	-	০৯টি	এনসিডিপি বাজার
১২	পাবনা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৩	সিরাজগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৪	পঞ্চগড়	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৫	নীলফামারী	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৬	নওগাঁ	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৭	লালমনিরহাট	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৮	নাটোর	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৯	ঠাকুরগাঁও	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২১	গাইবান্ধা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২২	কুড়িগ্রাম	০১	-	-	০১টি	এনসিডিপি বাজার
২৩	জয়পুরহাট	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
সর্বমোট		৬০	২১	০১টি	৮২টি	

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি ঃ

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজিভুক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা ঃ

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬টি	-
৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭টি
দোকান/স্টল	১৪৪টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬২০টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭২৮টি
মহিলা কর্ণার	-	২৯৫টি
শেড	১৮টি	-
কসাই খানা	০৬টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬টি	৭৫টি

বাজার পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা

অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাজারের আয়-ব্যয় ঃ

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারি কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারি কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	শুরু থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা)			
		মোট আয়	সরকারি কোষাগারে জমা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমাদান	মোট ব্যয়
পাবা বাজার	৬	২০৭.৬১	১৮৯.৯৬	১৭.৬৫	৩.১০
এনসিডিপি বাজার	৭৫	২০৫.২৪	১০২.৪৩	১০২.৮০	৩১.৪৯
মোট=	৮১	৪১২.৮৫	২৯২.৩৯	১২০.৪৫	৩৪.৫৯

আইসিটি শাখা

আইসিটি শাখার কার্যাবলী ঃ

- কৃষি বিপণন এর অনলাইন প্লাটফর্ম “সদাই” চালু করা হয়েছে। এই প্লাটফর্মের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোবাইলভিত্তিক কৃষি বিপণন অ্যাপ সদাই চালু করা হয়েছে;
- করোনাকালীন সময়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ভার্চুয়ালি সভা আয়োজন করার মাধ্যমে কর্মচারীর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে;
- জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিটি জেলায় ১০ জন কৃষকের সমম্বয়ে ০১ টি করে মোট ২৪ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এভাবে ৬৪ টি জেলায় ১৫৩৬ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৩৬০ জন;
- সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস থেকে চলমান ও হালনাগাদ লাইসেন্স এর ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে, যার মোট সংখ্যার পরিমাণ প্রায় ৪৪০০০;
- ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সদর দপ্তর ও এর আওতাধীন অফিস সমূহে ই-নথির কার্যক্রম সন্তোষজনক অবস্থায় আছে;
- অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে আইসিটি শাখা লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পেরেছে;

- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ে ই-নথি, ওয়েবপোর্টাল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাংলাদেশে কৃষি নিয়ে কাজ করা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত দৈনিক বাজার দর অনলাইনে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে;
- ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ডের মাধ্যমে বাজার ও বিপণন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;
- অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ গ্রুপ এর মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জরুরী নির্দেশনা প্রদান, নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি দ্রুততম সময়ের পৌছানো সম্ভব হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরী সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে সদর দপ্তরে ডিজিটাল এটেনডেন্স স্থাপনের মাধ্যমে নির্ভুল হাজিরা তথ্য প্রদান সম্ভব হচ্ছে;
- প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য dam.portal.gov.bd এই পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে;
- অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বহুল প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে;
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্যের খুচরা ও মৌসুমভিত্তিক কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর সংগ্রহ করে অনলাইনে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- ওয়েবভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে;
- ই-তথ্য কোষ, সরকারী পোর্টালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ নোটিশ, খবর, বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন সেবাসমূহ, সার্কুলার, বাজার দরের লিংকসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (dam.gov.bd) প্রতি কর্মদিবসে ৩০টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার দর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাজার দর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামুলক বিবরণী (সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক), দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বাজার দরের তুলনামুলক বিবরণী, উপজেলাভিত্তিক মুল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে;
- ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অনলাইন লিংকেজ স্থাপন করার মাধ্যম তৈরি করা হয়েছে। এখানে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে কৃষিপণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং সাধারণ ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারে। যার মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি লিংকেজ স্থাপিত হচ্ছে; এবং
- Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture (MoA) কার্যক্রম এর আওতায় ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগ কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষি বিপণন প্লাটফর্ম "সদাই" বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাঃ

সদাই

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ডিজিটাল বাজার

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণিকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি ভিত্তিক ই কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্যভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতিকরণে**"সদাই"** প্লাটফর্মের মাধ্যমে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য sadai.gov.bd একটি আলাদা পোর্টাল এর ব্যবস্থা করা;
- কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে একত্রিত করা হবে;
- কৃষি বিপণনের সাথে জড়িত সকল কৃষক ও ব্যবসায়ীর একটি শক্তিশালী ডেটাবেজ তৈরি করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীগণকে মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বিপণন সুবিধা প্রদান করা;
- কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইনের সকলকে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা;
- বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সুযোগ প্রদান করা;
- সহজে অনলাইনে বাজার দর ও কৃষি ব্যবসা মনিটরিং করা;
- ঘরে বসেই কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের মধ্যে সরাসরি অনলাইনভিত্তিক বাজার সংযোগ ঘটানো;
- ভোক্তার সাথে সকল শ্রেণির কৃষি ব্যবসায়ীর সম্পর্ক স্থাপন ও দেশ-বিদেশে তুলনামূলক বাজার দর পর্যালোচনাপূর্বক কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করা;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা ;
- এসএমএস ভিত্তিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্য সরবরাহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে অনলাইনভিত্তিক পরিবহন তথ্য সুবিধা চালু করা;
- অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশের ও আঞ্চলিক অন্যান্য বাজারের সাথে মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ প্রদান করা;
- নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদন্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা করা ;
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা;
- অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক এই প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা;
- ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণনে মহিলা ও যুবকদেরকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করা।

বিভাগের কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিদিন সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিস আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অতিদ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণে সক্ষম। ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ১০৪টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮১ জন কর্মকর্তা/কমচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ভোক্তা সাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের ভেজাল রোধ, কেমিক্যালের ব্যবহার নিরুৎসাহিত ও পণ্য পরিবহন স্থিতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং করেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইকারী মূল্যের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার সমিতির সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছেন। জেলা প্রশাসকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করছেন। বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৩০০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ১২টি জেলায় বিদ্যমান ২০টি (১৭টি চালু) গুদামের মাধ্যমে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২১ পর্যন্ত ১০৫০ জন কৃষকের ৬১০ মেট্রিক টন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে ১.১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সর্বমোট ৭৭৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলীঃ

সমাপ্ত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ’সেন্ট্রাল মার্কেট-গাবতলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও এর আওতাধীন ৬১টি উপজেলার কৃষকের আর্থিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের বাজারসমূহের সংগে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাইরেক্ট ফ্রেশ,ফসল ও চাল ডাল লিঃ এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট হতে সংগৃহীত শাক-সবজি গ্রেডিং এবং প্রসেসিং করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কৃষকের নিকট হতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে ০৬ টি রিফার ভ্যান, ০১টি খোলা ট্রাক ও ৩টি কুল চেম্বারের সহায়তায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মার্কেটের আয় হতে অবকাঠামোগত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিক ভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খামারবাড়ি, শাখায় রক্ষিত চলতি ও এফডিআর হিসাবে জমা রাখা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করে। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের ০১ টি এফডিআর হিসাবে ৯৪,৩৭,১৫১.০০ টাকা এবং চলতি হিসাবে ২৪,৪৬,৯৯৯.৫৬ টাকা জমা আছে ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ

মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ০২ টি অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্ট্রার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রসেসিং সেন্ট্রারে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৫৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩০৫ জন কৃষককে প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান, ১৪৩ জন প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বমোট ১৯ টি প্রশিক্ষণে বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত ১৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহন করেন।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে পাইকারী ব্যবসায়ী,আড়তদার,কমিশন এজেন্ট, ওজনদার ও পরিমাপকারী প্রভৃতি শ্রেনির কৃষিপণ্য বাজারকারবারীগণের নিকট **১৯৬০টি** নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ব্যবসায়ীদের **১০৩৫৩টি** লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবাদ ৬০,৮৬,৪০০.০০/ষাট লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত) টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমুহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক অধিদপ্তরের কার্যক্রম মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরেছেন।

কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়নঃ

উপজেলা পর্যায়ে গ্রোয়ার্স মার্কেট, জেলায় পাইকারী বাজার ও রাজধানীতে কেন্দীয় বাজার টার্মিনাল স্থাপনের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মার্কেটসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্যঃ

বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি,মজুত চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে পণ্যভিত্তিক বাজারের অবস্থান এবং পণ্যভিত্তিক উপজেলা বাজার, জেলা বাজার, বিভাগীয় বাজার ও জাতীয় বাজারগুলোর দরের পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও সরকারকে সবসময়/নিয়মিত অবহিত করার জন্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিটিভিতে ও অন্যান্য চ্যানেলে প্রচার করা যেতে পারে।

কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ ঃ

কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হচ্ছে পরিবহন সমস্যা। তাই প্রান্তিক চাষী থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত কৃষিপণ্য সরবরাহের সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া হলে যৌক্তক মূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সম্ভব হবে। উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে " কৃষি পণ্য পরিবহন"ব্যবস্থানার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক, মিনি ট্রাক, কাভার ভ্যান, রিফার ভ্যান, কুলভ্যান ও ভ্যান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করা যেতে পারে ।

প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণঃ

নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বৃদ্ধিকল্পে একটি স্থায়ী শাখা বা প্রকল্প তৈরি করে কৃষিপণ্যের ব্যবহার বহুমুখীকরণ করে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য বিপণনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ।

সাপ্লাই চেইন উন্নয়নঃ

সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে এবং সাপ্লাই চেইন কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে; যেন প্রত্যেক ডিমার্টমেন্টাল ষ্টোরের আউটলেটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের কৃষি খামার স্থাপনের জন্য নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কৃষিপণ্যের বাজার স্থাপনাঃ

কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, দুর্নীতিরোধ, বিশ্বস্ততা স্থাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্য প্রবাহের যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের থানা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক, জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ করে একটি শক্তিশালী কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করা যেতে পারে ।

কৃষি পণ্যের বীমাকরণঃ

অতিরিক্ত বৃষ্টি ও খরায় ফসলের উৎপাদন কম হয় আবার কখনও সম্পূর্ণরুপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চাষিরা উৎপাদনে নিরুৎসাহিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কৃষিপণ্যের বীমা ব্যবস্থা চালু হলে কৃষিপণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকবে।

ঢাকা বিভাগীয় ও জেলা কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে মাদারীপুর চেম্বার অব কমার্স-এর কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের মত বিনিময় সভা

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ৪টি জেলার মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ৪টি জেলার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়/বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মাঠপর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উৎপাদক ,ব্যবসায়ী, ভোক্তা, রপ্তানিকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সর্ম্পকে অবহিত হয়ে আসছে। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমের সহায়তা এবং এই বিভাগ ও বিভাগের ৪টি জেলাসমূহের দাপ্তারিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩৭টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ২৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম: সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ভেজালরোধ ও ক্যামিকেলযুক্ত পণ্যে বিক্রি রোধে ২০২০/২০২১ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিনের বাজারমূল্য ক্রেতা বিক্রেতাকে অব্যহত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারে ৪টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণের কোন অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৪টি জেলায় জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ৪০৯টি নতুন লাইসেন্সএবং ১৫০১টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২০/২০২১ অর্থ বছরে ১১ লাখ ৫৯ হাজার ৮০০ টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট: ২০২০/২০২১ অর্থ বছরের নিজস্ব আইনে এই বিভাগের অধীন ১৪৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান ১৭,০৫,৫০০/- (সতের লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ শত) টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপিত বাজার: ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ৪টি জেলার ৬১টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম: ময়মনসিংহ বিভাগের ৫টি জেলায় ১৩টি গুদামের মাধ্যমে শস্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২০/২০২১ অর্থ বছরে ৪৮০ জন কৃষকের ৩০৫১ মেট্রিক টন শস্য গুদামে সংরক্ষণ এর বিপরীতে কৃষকের মাঝে ১.১২ (এক কোটি বার লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমে আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ সবজি কর্ণার: ভোক্তা যাতে ফ্রেশ, বিষমুক্ত ও নিরাপদ সবজি পেতে পারে, সে লক্ষ্যে ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় একটি নিরাপদ সবজি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষকের বাজার : কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য ময়মনসিংহ বিভাগের ২টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পাইকারী বাজার অবকাঠামো (এনসিডিপি) এর কার্যক্রম: শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জয়বাংলা বাজারের ২৪টি স্টলের ২,৭৫,৮০৪/-(দুই লক্ষ পচাত্তর হাজার আটশত চার) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

মেলায় অংশ গ্রহণ: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ৪টি জেলা কার্যালয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার জনগণের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

এক নজরে ময়মনসিংহ বিভাগের কার্যক্রম

ক্র:নং	কর্মসম্পাদন কার্যক্রম	ময়মনসিংহ	জামালপুর	শেরপুর	নেত্রকোনা	সর্বমোট
১	প্রকাশিত বুলেটিন	৫২	৫০	৪৬	৪৯	১৯৭
২	প্রকাশিত প্রতিবেদন	৬	৫	৬১	৭৫	১৪৭
৩	গঠিত কৃষক বিপণন দল	৮টি	৪টি	৮টি	১০টি	৩০টি
৪	ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	৭১	১০২	২০৫	৩১	৪০৯
৫	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	৫৩১	৩০৯	৩৭৫	২৮৬	১৫০১
৬	জমাকৃত নন -ট্যাক্স রাজস্ব	৩,১৭,১০০	৪,০৪,৮০০	২,৬৩,৯০০	১,৭৪,০০০	১১,৫৯,৮০০
৭	বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক দল	১০জন	-	-	-	১০জন
৮	প্রকাশিত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী	-	-	-	-	-
৯	প্রশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী	১২৪	৪০	২	২৮	১৯৪

APA চুক্তি স্বাক্ষর ২০২০-২১ অর্থ বছর

বাজার মনিটরিং (ময়মনসিংহ সদর বাজার)

ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা, ময়মনসিংহ

উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ, ২০২১

সিলেট বিভাগ

সিলেট ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত। সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ০৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের অধীনস্থ ০৪টি জেলাসমূহের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫ জন নিরাপত্তা প্রহরী কর্মরত আছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্যামিক্যাল যুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারে মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন এবং ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণের কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক **বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের অধীন সকল জেলা অফিসসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই বিভাগের অধীন ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪৬টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। হবিগঞ্জ সদর বাজারে ০১টি কৃষকের বাজার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রয় করছে। কৃষক বিপণন দলের সদস্যদের পর্যাক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সার্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর লকডাউনকালীন সময়ে মৌলভীবাজার জেলা কর্মকর্তা ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের সহযোগিতায় মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার পাত্রখোলা গ্রামের তরমুজ চাষী জনাব মো: আব্দুল মতিন এর অবিক্রিত ৬৫০টি তরমুজ মার্কেট লিংকেজ এর মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এছাড়া হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ কৃষক বিপণন দলের বেশ কিছু সদস্যকে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন এর মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামষ্টিক দাপ্তরিক কার্যক্রম, নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ ও শৃংখলা বিধি, আইসিটি এবং ই-ফাইলিং, সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠনপূর্বক ০৪ টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশ গ্রহণে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ০২টি সভা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী করা, উত্তম কর্মকর্তার স্বীকৃতিস্বরুপ ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারীকে সম্মাননা সনদ ও ক্রেষ্ট দেয়া হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা ও ভবনের ৩য় তলায় ফুল ও ফলের বাগান করা হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবপোর্টালসহ দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছেন।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪ টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ২৪৯টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়নকৃত লাইসেন্স হতে ৯.০০৩ লক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলা আয়োজনঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলা কৃষি প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা সমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার জনগনের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলাঃ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় বিভাগীয় কার্যালয়সহ ০৪টি জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও প্রধান প্রধান বাজারসমূহে ক্রেতা/বিক্রেতাগণের মধ্যে মাস্ক ও অন্যান্য করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গণসচেতনা বৃদ্ধিমূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২২ জানুয়ারি, ২০২১ মাসে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ।

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গাছের পরিচর্যা করছেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় উপ পরিচালক জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন।

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৫ই আগষ্ট, ২০২১ জাতীয় শোক দিবসের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

বরিশাল বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ- বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরগুনা ও ভোলা এই ০৬ টি জেলা ও শস্য গুদাম কার্যক্রমের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে গঠিত। এ বিভাগ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে প্রতিদিন সরেজমিন যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহপূর্বক তা প্রধান কার্যলয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করাসহ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বরিশাল বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৪৫টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৬ জন র্কমর্কতা/র্কমচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য র্নিধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার জন্য বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে কৃষিপণ্যের ০৬ টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া বরিশাল বিভাগে বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি এই ০৩টি জেলায় ০৩ টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড-এ স্থানীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর উপস্থাপন করা হচ্ছে। জেলায় মোবাইল কোর্টে দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতায় মোট ১৭৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা

হয় এবং ৫৬,৭৯,১০০.০০ (ছাপ্পান্ন লক্ষ উনাশি হাজার একশত) টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এই বিভাগের ০৬টি জেলা অফিসে ১৯টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাজার সংযোগ স্থাপনঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লকডাউন চলাকালিন সময় পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় তরমুজ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের মধ্যে তরমুজ পৌঁছে দেয়া ও সরাসরি তরমুজ ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তরমুজ পরিবহনের সুবিধার জন্য তরমুজ পরিবহনকারী ট্রাক ও ট্রলারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার লাগানো হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময় ভোক্তারা যেন সহনীয় মূল্যে তরমুজ ক্রয় করতে পারে তার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৬টি জেলার বাজার কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তরমুজের বাজার মনিটরিং করেছেন।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠি জেলায় বর্তমানে ০১টি গুদামের মধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে । ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৮ জন কৃষকের ৮৫৬.০০ কুইন্টাল খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ১৯,০৩০.০০ (উনিশ হাজার ত্রিশ) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাইকারী বাজার অবোকাঠামো ঃ

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবাকাঠামো প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ১,৪০,৪০০.০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৬০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২২৫ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর সর্টিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১২০ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য ঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৫৭৯ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ২৮৯৮ টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১৭,২৪,৪০০.০০ (সতের লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত) টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬ টি জেলা কার্যালয় অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ।

কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণঃ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল।

তরমুজ পরিবহনকারী ট্রাকে স্টিকার প্রদান।

লকডাউনের মধ্যে বরিশাল সদর বাজার মনিটরিং

চট্টগ্রাম বিভাগ

পাহাড়সমুদ্র নদী সমতল বেষ্টিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূলের অনুপম সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রাম বিভাগ। এ বিভাগের ১১টি জেলাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে অনন্য। পুরাকীর্তি, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ-নদী, দর্শনীয় স্থানের কারনে এ বিভাগ স্বতন্ত্র। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা ও ৪টি উপজেলায় বিস্তৃত। উল্লেখ্য একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগেই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণন কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগন সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যেও বাজারদর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজার দর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগের প্রতিটি জেলায় ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম লাইভে আছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে আসছেন।
বর্তমানে ১০৮টি পদের বিপরীতে ৬১ জন কর্মরত আছেন।

কৃষকের বাজারঃ প্রান্তিক কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলায় "কৃষকের বাজার" স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নিরাপদ সবজি কর্ণার: চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতি জেলায় স্থাপিত "নিরাপদ সবজি কর্ণার"এর কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিপণ্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কৃষিপণ্য নিরাপদ পানি দিয়ে ধৌত করার জন্য তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ তা মনিটরিং করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপণ: "মুজিব শতবর্ষ" উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ খ্রীঃ উপপরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়া চীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত "শেখ মুজিব আমার পিতা" ও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সম্পর্কিত মোট ৬৫টি বই রয়েছে।

বৃক্ষরোপন অভিযান: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে উপপরিচালকের কার্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালিত হয়।

বাজারদর **মনিটরিং কার্যক্রম:** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষিব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন **১১**টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত বাজার দর সরবরাহের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কক্সবাজার, চাঁদপুর, ফেণী ও কুমিল্লা জেলায় ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়াও আছে ৪২টি সাধারণ মূল্য প্রদশনী বোর্ড।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান অর্থ বছর কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজারকারীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সটিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩৬০ জন কৃষককে সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তাপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২০০ জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা **১**৭৬জন। আইবাস++ প্রশিক্ষণে ৩৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হাতে কলমে DDO হিসেবে প্রশিক্ষণসহ বিভাগীয় পর্যায়ে **১**২-**১**৬ গ্রেডের মোট ৯**১**জন কর্মচারীকে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

লাইসেন্সইস্যু/নবায়ন: চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থ বছওে ৭৬৮৮টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। ৩৪.৮৪/-(লক্ষ) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধিও হার বর্তমান অর্থবছরে ও অব্যাহত আছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এ বিভাগে ৩৫৭ (তিনশত সাতান্ন) টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমান ২৩,৮৯,৭০০/- (তেইশ লক্ষ উনানব্বই হাজার সাতশত) টাকা, যা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম: বিভাগে **১**৪৫ জন কৃষক বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত, এছাড়া কৃষিব্যবসায় উদ্যোক্তাদের মধ্য **১**৪৮ জন উদ্যোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক **১**৪৮ জন। কুমিল্লায় কুল ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান।

ইনোভেশন কর্মসূচি: চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের শহরের বিভিন্ন সুপারশপে কৃষিপণ্য বিক্রির সংযোগ সৃষ্টির ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠপর্যায় থেকে নতুন নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

উৎপাদিত সবজি বাজারজাতকরণ: ফ্রেশকাট শাকসবজি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এতে কৃষকদলের সদস্যগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব-উদ্যোগে আয়বর্ধনশীল পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন।

সিসিটিভি স্থাপনঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গেস্টহাউস (আবাসিক কক্ষ) সিসিটিভির আওতায় আনা হয়েছে।

উদ্যোক্তা ওমর ফারুক, কক্সাবাজার জেলা মাঠ ও বাজার পরিদর্শক. সহকারি পরিচালক(প্রশিক্ষণ) সহ উপপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ এর সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন পরিদর্শন।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ডেইল রোডে কাজুবাদাম প্রসেসিং সেন্টারে কাজুবাদাম কারখানা পরিদর্শনে মহাপরিচালক মহোদয় ও উপপরিচালক, চট্টগ্রাম।

উপপরিচালকের কার্যালয়, চট্রগ্রামে আইবাস++ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহপরিচালক মহোদয়

সমুদ্রে সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন সাইনবোর্ড।

রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ উত্তরাঞ্চলের একটি অন্যতম কৃষি প্রধান এলাকা। রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও,নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ বিভাগের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। রংপুর বিভাগের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রদান, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারণার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগে অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী আন্তরিকতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম:

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের জন্য সুলভ মূল্য নিশ্চিতকরণ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল

রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ২০২০-২১ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ২৯৫টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ১৬,০৯,৬০০.০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এ আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নসহ পণ্যের কৃত্রিম সংকট রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিভাগের ০৮টি জেলার প্রধান বাজারসমূহে ০৮টি ইলেকট্রিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন এবং অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বাজার কারবারীদের অযাচিত মূল্য রোধ বৃদ্ধি এবং কৃষক ও ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১১,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রম:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় এনসিডিপি ও পাবা প্রকল্পে মাধ্যমে এ বিভাগে মোট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত মার্কেট হতে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ১১,৪২,৭৪০/- টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

কৃষক বাজার:

''জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" হতে চলতি অর্থ বছরে (২০২০-২০২১) এ বিভাগে ০৪টি বাজারে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে রংপুর, লালমনিরহাট,ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলায় ০১টি করে মোট ০৪টি কৃষকের বাজার নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জায়গা ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে, উল্লেখিত ০৪টি বাজার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক সরাসরি তাদের পণ্য দর কষাকষির মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ পাবে। রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীদের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হবে। ফলে চাষীরা উপকৃত হবে।

প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন:

দেশে ক্রমান্বয়ে প্রতিবছর আলুর উৎপাদন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে হিমাগারের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় এবং আলুর বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তানি কার্যক্রম আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় আলু চাষীরা প্রায় সময় উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। সে কারণে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও রপ্তানিকারকগণের সাথে লিংকেজ স্থাপনের জন্য ''আলুর বহুমুখী ব্যবহার সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প'' নামক একটি প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে।

একইভাবে এ বিভাগের দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও রংপুর জেলার উৎপাদিত টমেটো সংরক্ষণ, বিপণন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও টমেটো চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য ''টমেটোর বহুমুখী ব্যবহার সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি'' নামক একটি কর্মসূচি দাখিল করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বিভাগের চরাঞ্চলের কৃষকের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ ও মিষ্টি কুমড়াসহ অন্যান্য ফসলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ০১টি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বিপণন সেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

রংপুর অঞ্চলের বিখ্যাত হাড়িভাঙ্গা আমের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ বছর আম সংগ্রহকালীন সময়ের পূর্বেই জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক আমচাষী ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এ ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস কল্পে এ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নগরীর লালবাগ এলাকায় হাড়িভাঙ্গা আম বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যা সর্বমহলে ব্যাপক প্রসংশিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ডিজিটাল মার্কেট প্লেস ''সদাই''এ্যাপে এ বিভাগের অনেক উদ্যোক্তাগণকে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে অত্র অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম:

কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৪টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেখানে কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মূল্যের ৭০%

ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পর আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৪টি গুদামে ১৯৮৪ মেট্রিক টন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে প্রায় ২.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মিষ্টি কুমড়া সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ক ০১টি এবং আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ০১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত ০২টি প্রশিক্ষণে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা হিসেবে ৬৫ জন এবং জেলাসমূহের ১০ জন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অচঅ চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রংপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে সদাই এ্যাপস ও আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ০১টি করে সর্বমোট ২টি প্রশিক্ষণে ৪৫ জন এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর কার্যালয় হতে গুদাম রক্ষকগণের ০১টি, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ০১টি, কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অফিস ব্যবস্থাপনা ০১টি সহ (২৫+৩৫+২৫)মোট=৮৫ জনকে ও বোদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে গুদাম রক্ষকগণের ০১টি এবং ০৪টি কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১০৮জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ

এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসসমূহ কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি পণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে মোট ২৯২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১৬২০টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। এ যাবৎ মোট ১০,৭৮,৫০০/- (দশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এ অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

এ বিভাগের ০৮টি জেলা অফিস হতে উন্নয়ন মেলা ও কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। মেলায় আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর, শস্য গুদামের মডেল ঘর ও অন্যান্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়, যা স্থানীয় জেলা প্রশাসনসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়াও অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক ফোল্ডার, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ও পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

রংপুরে আলুর বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ খাবার পরিবেশন ও প্রদর্শন।

হাড়িভাঙ্গা আম বিপণন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক, রংপুর।

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর মহোদেয়ের সহিত চরাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,রংপুর কর্তৃক নির্মিত আলু সংরক্ষণ মডেল ঘর

রাজশাহী বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের কার্যক্রম চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ০৮টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে বর্তমানে ৫৫ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১০ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আম, লিচু, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজশাহী বিভাগ হতে ১৮৮০টি অনলাইন বাজারদর যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ২০৬টি মোবাইল কোর্টে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

এনসিডিপি কার্যক্রম

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটগুলো পরিচালনাপূর্বক ভাড়া বাবদ মোট ১৫,৮১,৩৩১ (পনের লক্ষ একাশি হাজার তিনশত একত্রিশ) টাকা আদায় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাজার সংযোগ তৈরি ও কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, সর্টিং- গ্রেডিং, প্রসেসিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে ৪৮৫ জন কৃষক কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০৬-১১-২০২০ তারিকে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে বগুড়া জেলার স্থানীয় হিমাগার মালিক, ব্যবসায়ী ও আলু চাষী কৃষকগণ মতবিনিময় করেন এবং ০৮-১১-২০২০ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দরে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিপণন বিষয়ক ৩০১৪টি (তিন হাজার চৌদ্দ) প্রচার ও প্রচারণা পত্র বিলি করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ১০৫৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৪১৮৯টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়নপূর্বক ফি বাবদ মোট ২৮,২৩,৯০০/- (আটাশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত) টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন- রাজশাহী বিভাগের প্রতিটি জেলায় যৌক্তিক মুল্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

কৃষকের বাজার স্থাপন- রাজশাহী বিভাগে মোট ০৭টি কৃষক বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

ট্রাকে ষ্টীকার লাগানো- সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং জয়পুরহাট জেলায় ট্রাকে ষ্টীকার লাগিয়ে পণ্য পরিবহন করছে এবং অন্যান্য জেলায় কার্যক্রম চলমান আছে।

e-marketing, e-filing & website সংশোধন Apps প্রবর্তন ও Mobile Van পরিচালনা- প্রতিটি জেলায়-ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ই-মার্কেটিং চালু আছে।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উন্নয়ন মেলা- রাজশাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৮টি জেলা অফিস জাতীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে আম পরিবহণ- করোনাকালীন সময়ে আমের পরিবহন নির্বিঘ্ন করার জন্য রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে ট্রেনযোগে ঢাকায় সরাসরি আম পরিবহন করা হয়েছে।

মুজিব কর্ণার ও অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন- রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে একটি মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে এবং অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ

রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম

বগুড়া জেলায় কৃষকের বাজার

উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ, রাজশাহী বিভাগ

খুলনা বিভাগ

খুলনা বিভাগ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ঘেষে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের রুপসা ও ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা বিভাগের আওতাধীন খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরসহ ১০টি জেলা অফিস, ৩টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১টি শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অফিস বিদ্যমান। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর যাবতীয় কার্যক্রম খুলনা বিভাগীয় অফিস হতে নিয়মিত মনিটরিং এর পাশাপাশি সদর দপ্তরের নির্দেশিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ অঞ্চলের কৃষিজাত পণ্যে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অবাধে পণ্য পরিবহন, উচ্চমূল্যে বাজারের তথ্য প্রদান, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য, কৃষিপণ্যের গুদামে সংরক্ষণ, হিম্যাগারে সংরক্ষিত আলুর তথ্যসহ নিয়মিত ওয়েবসাইটে বাজার তথ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার তথ্য আমদানী রপ্তানি ও মজুদ পরিস্থিতি নিয়মিত সংগ্রহ করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ১৫৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৪,৫০,৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। জেলার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রতিজেলায় এক বা একাধিক ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের দোকানে মূল্য চার্ট স্থাপনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ

খুলনা বিভাগের অধীন মাগুরা জেলায় ১৬টি গুদাম বিদ্যমান । এ কার্যক্রমে ৩৯৯ জন কৃষক সরাসরি সম্পৃক্ত। তারা দানাদার ফসল সংরক্ষণের মাধ্যমে অফ সিজনে ফসল বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কৃষকগণ্ ৭৮৫০ টন শস্য জামা রাখেন এবং তার বিপরীতে ৩৩.৭০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ কর্মসূচির আওতায় ৩৩৬ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এস.সি.ডি.পি কার্যক্রমঃ

খুলনা বিভাগের অধীনে বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও ফকিরহাট উপজেলায় এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম চলমান। এ সমস্ত উপজেলায় কৃষকদের ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জোরদারকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় এ বিভাগে ০৩(তিন)টি অফিস কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সহায়তা প্রাপ্ত মালামাল সমূহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমের গতিশীলত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে বিভাগীয় অফিস হতে অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার ঃ

খুলনা বিভাগের অধীন জেলাসমূহের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে ১০টি জেলায় ১৪৫টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্চ/২০ হতে মে/২০ মাস পর্যন্ত লকডাউন থাকা সত্ত্বেও ৪৬১টি নতুন এবং ২,৮৪৮টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২০,৪০,৮০০.০০ টাকা আদায় করা হয়, যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে আরো কয়েকটি প্রজ্ঞাপিত বাজার অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলমান আছে।

মেলা ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণঃ

বিভাগ ও জেলাসমূহের উদ্যোগে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন মেলায় যেমন-উন্নয়ন মেলা, কৃষি মেলা ও ফল মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সব মেলায় ভুট্টা ও আলু দ্বারা প্রস্তুতকৃত বহুমুখী খাবার প্রদর্শন করা হয় এবং খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথ নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তাবায়ন করা হয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন পাইকারি বাজার পরিদর্শন ও সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা

ভিলেজ মার্কেট পরিদর্শন।

অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৪			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০২ কোটি ১১ লক্ষ			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি ও IFAD			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;			
		:	খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;			
		:	গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষীপুর ৪। নেয়াখালী ৫। বাগেরহাট ৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং ১১। বরগুনা জেলার মোট ৩০টি উপজেলা।			
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)		৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত %
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			২০২১১.১২	৬২৯২.৩৬	৩১.১৩%	৩৭%

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের বাজারমুখী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক কৃষি তহবিল (IFAD) এর যৌথ অর্থায়নে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় 'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন' ও 'ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ' বিষয়ের উপর ২,২৫,০০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং তন্মধ্য হতে ৩০০ জনকে ম্যাচিং গ্রান্ট (৫০% কৃষক ও ৫০% প্রকল্প সহযোগিতা) মডেলে উদ্যোক্তায় পরিণত করা হবে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ এবং কম্পোনেন্ট পরিচালক ড. মোঃ আশরাফুজ্জামানের সাথে রয়েছেন চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার সদস্যবৃন্দ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি: ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ; খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা; গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি; ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা; ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	নির্বাচিত ৩১টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা			
০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)		ভৌত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৬০০০.০০	৯৫৩.৬৪	৫.৯৬%	২৫%

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি

১। প্রকল্পের আওতায় ০১টি জীপ গাড়ী, ০১টি ডাবল কেবিন পিক আপ ভ্যান ও ৪০টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে;

২। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কম্পিউটার, ২১টি ল্যাপটপ, ২১টি প্রজেক্টর, ৩৯টি প্রিন্টার, ৩৫টি স্ক্যানার, ২২টি ইউপিএস, ০৮ প্রজেক্ট স্ক্রীন ও ০৮টি পয়েন্টার ক্রয় করা হয়েছে;

৩। ৭০ (সত্তর)টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়পূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিসসমূহে বিতরণ করা হয়েছে;

৪। প্রকল্পের আওতায় ৫৫টি এয়ারকন্ডিশন ও ১৫টি আইপিএস ক্রয় করা হয়েছে এবং অফিসে স্থাপন করা হয়েছে;

৫। প্রকল্পের আওতায় ৭৮টি ব্যাচে মোট ২৩৪০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ও ২৪টি ব্যাচে মোট ৬০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৬। ১টি জাতীয় সেমিনার এবং ৮টি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;

৭। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত ০৫ (পাঁচ)টি জেলার জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৯ (নয়)টি জেলার জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৮। অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত আর্কিটেকচারাল ডিজাইন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; এবং

৯। ভবন নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র করা হয়েছে।

বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)।		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকায়।		
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি		
০৫.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	:	ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি। খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার। ঘ) বাজারভিত্তিক কৃষক দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধি। ঙ) প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং অন্যান্য প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফুলের কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপণন ব্যয় হ্রাস।		
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা।		
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২০-২০২১ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৬১১.০০	৬১০.৯১ (৯৯.৯৮%)	৮৭৯.২১ (৩১.৫৭%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি):

(ক) মুদ্রণ ও প্রকাশনাঃ প্রকল্প এলাকার ফুল চাষীদের ডাইরেক্টরি (বই) ১০০ (একশত) টি, নোট প্যাড ১,০০০ (এক হাজার) টি তৈরি করা হয়েছে।

(খ) প্রচার ও বিজ্ঞাপনঃ ফুল উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বিষয়ক ০৫ মিনিটের একটি টিভি ফিলার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লোগো ও প্রকল্পের নাম সংবলিত ২,০০০ (দুই হাজার) টি ফোল্ডার, ২,০০০ (দুই হাজার) টি রাইটিং প্যাড, ৬০০ (ছয়শত) টি বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুল চাষ ও বিপণন সম্ভাবনা বিষয়ক বই, ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টি লিফলেট, ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টি কলম, ৮০০ (আটশত) টি পোস্টার তৈরি করা হয়েছে।

(গ) শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণঃ ফুল সুষ্ঠভাবে প্রসেস ও প্যাকেজিং এর লক্ষ্যে ফুল প্রসেসিং ও প্যাকেজিং মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়েছে।

(ঘ) এসেম্বল সেন্টার নির্মাণঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ০৫ (পাঁচ)টি এসেম্বল সেন্টার যশোর জেলার গদখালী ও পানিসারা, ঝিনাইদহ জেলার বালিয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর এবং সাভারের শ্যামপুর, ঢাকা এর কাজ ইতোমধ্যে ৭৫ ভাগ শেষ হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২০০ লক্ষ টাকা		
০৪.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২০০ লক্ষ টাকা		
০৫.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকাসহ দেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবহারকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিরাপদ শাক-সবজির টেকসই বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ: ১) কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের নির্বাচিত ২০ জেলায় উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজির বিপণন ব্যবস্থা তৈরি; ২) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি; ৩) নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪) নিরাপদ শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমিয়ে আনা; ৫) নিরাপদ শাক-সবজির সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ;		
০৬.	কর্মসূচি এলাকা	:	ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, নওগাঁ, খুলনা, হবিগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, কুমিল্লা, বগুড়া, ময়নমনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া এবং ঝিনাইদহ (২০ টি জেলার জেলা সদর/ নির্বাচিত উপজেলা)।		
কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি		:	২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থ বছরে ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন,২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			৭.০০	৬.৯৯	৯৯.৮৬%
ছবি					

কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	:	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি।		
বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর		
কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১		
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৫.০০ লক্ষ টাকা		
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপঃ ১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা; ২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা; ৩। কাঁঠালের ব্যবহার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা; ৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা; ৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং ৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।		
কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক) কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ৫ জেলার প্রতি জেলায় ১০টি করে মোট ৫০টি গ্রুপ গঠন করা। প্রতিগ্রুপে সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। গ্রুপভূক্ত মোট কৃষকের সংখ্যা হবে ৭৫০ জন। খ) গ্রুপভূক্ত ৭৫০ জন কাঁঠাল চাষীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণে কারিগরী সহায়তা প্রদান। ঘ) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত অধিদপ্তরের অফিস কাম প্রসেসিং সেন্টারে ০৪টি (গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর ও রাঙ্গামাটি জেলায় কাঁঠাল ডিহাইড্রেশন প্লান্ট। ঙ) বাজার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (বিজ্ঞাপন, প্রচার, প্রসারমূলক কার্যক্রম) । চ) বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ বিতরণ। (হোল্ডিং- ৫০টি, কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার ও সংরক্ষণ কলাকৌশল সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম) ।		
কর্মসূচি এলাকা	:	টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর, রাঙ্গামাটি		
কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		১১৪.০০	১১৩.৮৮ (৯৯.৮৯%)	২২৪.৩৫ (৯৯.৭১%)
ছবি				

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি: (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- কর্মসূচির আওতাভূক্ত অধিক কাঁঠাল উৎপাদনকারী জেলা যেমন টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর ও রাঙ্গামাটি জেলায় ০৫টি করে মোট ২৫টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপে ১৫ জন করে কাঁঠাল চাষী, কাঁঠাল ব্যবসায়ী ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সমন্বয়ে মোট গ্রুপভূক্ত সদস্য সংখ্যা ৩৭৫ জন।
- কর্মসূচির আওতাভূক্ত প্রতি জেলায় কাঁঠাল চাষী, কাঁঠাল ব্যবসায়ী ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সমন্বয়ে ০২টি করে মোট ১০টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৩০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি (ToT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী ও নরসিংদী জেলায় ০২ (দুই) টি ডিহাইড্রেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি

<table>
<tr><td>০১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">১লা জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>:</td><td colspan="4">মোট: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি: ১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">কর্মসূচিটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

এছাড়াও কর্মসূচির কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলোঃ

১) দুইটি পৃথক অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারী পর্যায়ে কৃষকদের সাথে কৃষি ব্যবসায়ীগণের এবং খুচরা পর্যায়ে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের সাথে ভোক্তা সাধারণের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা;
২) উন্মুক্ত অনলাইন প্লাটফর্মে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৩) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
৪) উন্মুক্ত প্লাটফর্মে অনলাইনে বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসার মধ্যস্থকারবারির দৌরাত্ম্য হ্রাস করা;
৫) আমদানিকারকের সাথে এ দেশের রপ্তানিকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উন্মুক্ত প্লাটফর্ম দুইটির ব্যবহার নিশ্চিত করা;</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">সমগ্র বাংলাদেশ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৭.</td><td rowspan="3">কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">:</td><td rowspan="2">পিপিএনবি বরাদ্দ</td><td colspan="2">কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td><td rowspan="2">৩০ শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>**১৫৪.৪০ লক্ষ টাকা**</td><td>২.১৯৫</td><td>১.৪৩</td><td>১.৪৩</td></tr>
</table>

কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ডিজিটাল প্লাটফর্ম সদাই উদ্বোধন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মোবাইল অ্যাপ 'সদাই' এর উদ্বোধন করছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মোবাইল অ্যাপ 'সদাই' এর উদ্বোধন শেষে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি কৃষিপণ্যের বিপণন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন। অ্যাপ 'সদাই' বাস্তবায়ন করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্য কেনাবেচায় 'সদাই' অ্যাপটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ অ্যাপটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে কাজ করবে। একইসাথে, ভোক্তাররা যাতে না ঠকে, প্রতারণার শিকার না হয় এবং নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য পায়-তাতে অ্যাপটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে ধান, গম, ভুট্টা, শাকসবজি, ফলমূলসহ সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য এসেছে। এসব উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বিপণনই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষকেরা যে পণ্য উৎপাদন করে তা অনেক সময় বাজারজাত করতে পারে না, সঠিক মূল্য পায় না। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি ভোক্তার সঠিক মূল্যে, নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য কেনার নিশ্চয়তাও দিতে হবে। এ লক্ষ্যে 'সদাই' অ্যাপটি কাজ করবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব হাসানুজ্জামান কল্লোল বক্তব্য রাখেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) জনাব মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব কমলারঞ্জন দাশ উপস্থিত ছিলেন। সদাই অ্যাপের পরিচিতি তুলে ধরেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব বায়েজীদ বোস্তামী। 'সদাই' সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রথম কৃষি বিপণন অ্যাপ। এর ভাষা বাংলা। এটির মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার সরাসরি যোগাযোগ হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'সদাই' প্ল্যাটফর্মে লেনদেন হওয়া কৃষিপণ্যের গুণগত মান ও ক্রয়বিক্রয় মনিটরিং করবে। পণ্যসমূহের উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল করবে। অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা ও অধিদপ্তর পরিচালিত কল সেন্টার থাকবে।কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে কমিশনবিহীন বিক্রির সুযোগ পাবে। মোবাইল ব্যাংকিং পেমেন্ট এবং ক্যাশ অন ডেলিভারি পেমেন্টের সুযোগ পাওয়া যাবে। মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ ও অর্ডারকৃত পণ্যের ট্র্যাকিং সুবিধা রয়েছে। অধিদপ্তর কৃষক ও উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ক্ষেত্র বিশেষে কৃষিপণ্য পরিবহণ সুবিধা পাওয়া যাবে। ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদার জন্য 'সদাই' অ্যাপ আলাদা। প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

লিংক: ১) সদাই (ভোক্তা): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dam.sodai;
২) সদাই (উদ্যোক্তা): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dam.ku;

কৃষকের বাজার ও নিরাপদ সবজি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং মোট শ্রম শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ যোগান দেয় কৃষি খাত। বাংলাদেশে প্রচুর শাক-সব্জি উৎপাদিত হয় এবং বিশ্বে শাক-সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। কিন্তু এসব শাক-সব্জির উৎপাদনে নিরাপদতা নিশ্চিত না হওয়ায় তা দেশের সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে বিপণন পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণ শাক-সবজি নষ্ট হচ্ছে, যা প্রায় শতকরা ২৫-৩০ ভাগ। এ জন্য উৎপাদন পর্যায়ে কৃষকদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা বিষমুক্ত নিরাপদ শাক-সব্জি ও ফলমূল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে আগ্রহী হন। শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি নয় তার সাথে প্রয়োজন কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থায় অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের বাজার ব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সফল উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর শাকসবজি উৎপাদিত হচ্ছে এবং দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু সবজি উৎপাদনের ভরা মৌসুমে কৃষকগণ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। অপরদিকে বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে নিরাপদ সবজি উৎপাদন হলেও পৃথক বাজার ব্যবস্থা না থাকার কারণে কৃষকগণ নিরাপদ সবজির সঠিক মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে ভোক্তাগণও নিরাপদ সবজি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে নিরাপদ সবজির প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা ও নিরাপদ সবজি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি কৃষকের বাজার (ফার্মারস মার্কেট) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক (এম, পি) কৃষকের বাজার এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত কৃষকের বাজারে সপ্তাহে দুই দিন শুক্র ও শনিবার ঢাকা জেলাসহ নিকটবর্তী জেলা যেমনঃ মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত নিরাপদ সবজি কৃষক কর্তৃক সরাসরি বাজারজাত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউস্হ সেচ ভবনে স্হাপিত কৃষকের বাজারটির সার্বিক বাজার ব্যবস্হাপনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

ঢাকার সাভার, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সীগঞ্জ থেকে কৃষকগণ কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই মাঠ থেকে সবজি সরাসরি বাজারে নিয়ে আসেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব রেফ্রিজারেটেড ভ্যানের মাধ্যমে কৃষকদের পরিবহন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি) সবজির গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে। এখানে বিভিন্ন প্রকার মৌসুমি সবজি পাওয়া যায়। কৃষক তার ক্ষেত থেকে সরাসরি উৎপাদিত সবজি নিয়ে বাজারে বিক্রয় করে থাকেন। পরিবহন সুবিধা প্রদান এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য না থাকায় এ বাজার এর পণ্যের দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে।

কৃষকের বাজারে কৃষকগণ সম্পূর্ণরূপে কীটনাশকমুক্ত সবজি নিয়ে আসে। উৎপাদন পর্যায়ে কোনো ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে যেসব কৃষক এ নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছেন তাদেরকেই এ বাজারে পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে এজন্য কৃষকদের নির্ধারিত পরিচয়পত্র দেয়া হয়। তাদের বাইরে কেউ কৃষকের বাজারে এসে সবজি বিক্রয় করতে পারেন না। এ বাজারের সফলতার উপর ভিত্তি করে আগামীতে আরো ব্যাপকভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় এরকম বাজারের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থানীয় বাজারের সবজির সঙ্গে এ কৃষকের বাজারের সবজিতে অনেক পার্থক্য। পরিপাটি করে সাজিয়ে বিষমুক্ত এসব সবজি কৃষকরা সরাসরি বিক্রয় করেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে এসব কৃষিপণ্যের জন্য এ বাজারে মূল্য তালিকা টাঙ্গানো থাকে। এছাড়া এ বাজারটিতে সত্যিকার অর্থেই কীটনাশক মুক্ত সবজি মিলে কি না, তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি) হতেও এ বাজারের পণ্যের নিরাপদতা পরীক্ষা করা হয়। সবজির নিরাপদতা সার্টিফিকেট এ বাজারে টাঙ্গানো থাকে। ফলে বাজারে আসা ক্রেতা সাধারণ সবজির নিরাপদতা বিষয়ে অবগত হতে পারেন। উল্লেখ্য যে, বাজার এর যাত্রা শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার নিরাপদ সবজি, ফল, মাছ, দুধ, প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যসহ বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বিক্রয় হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রথমার্ধে বাংলাদেশের শাকসবজিসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের পরিবহন এবং বাজারজাতকরণে বিরূপ প্রভাব পড়েছিল এবং কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রয় করতে পারছিল না। এসব বিষয় বিবেচনা করে লকডাউনের মধ্যেও চালু ছিল কৃষকের বাজার। এছাড়াও লকডাউন পরিস্থিতিতে ভোক্তা সাধারণ যেন নিরাপদ সবজি হাতের নাগালে পেতে পারেন সেজন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক চালু ছিল “ভ্রাম্যমাণ কৃষকের বাজার”। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রিফার ভ্যানের মাধ্যমে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে কৃষকগণ সরাসরি তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রয় করে থাকে।

ঢাকা মহানগরীর ভোক্তাগণের নিরাপদ সবজি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে কৃষকের বাজার স্থাপন বিষয়টি ইতোমধ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে কৃষকের বাজারে প্রচুর ক্রেতার সমাগম হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে নিরাপদ সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষক বাজারের ব্যাপক

প্রচার ও নিরাপদ সবজির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দেশের প্রত্যেক জেলায় "কৃষকের বাজার" স্থাপনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের ৪০টি জেলায় নিরাপদ সবজি বিপণনে "কৃষকের বাজার" স্থাপিত হয়েছে। এ সকল কৃষকের বাজারে প্রান্তিক কৃষক সরাসরি বিক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন এবং ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে এ ধরনের বাজার থেকে নিরাপদ সবজি ক্রয় করে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছেন। উল্লেখ্য যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে নির্বাচিত ২০টি জেলায় "জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরপাদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের সকল জেলার গুরুত্বপূর্ণ শাক-সব্জি উৎপাদন এলাকায় এ রকম কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সংযোগ স্থাপন করা হলে একদিকে যেমন নিরাপদ শাক-সব্জি উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতি কমিয়ে কৃষকদের আর্থিকভাবে লাভবান করা সম্ভব। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব। এমতাবস্থায়, নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনকারীর স্বার্থ রক্ষা ও মূল্য বঞ্চনা থেকে মুক্তি, কৃষক ও ভোক্তার কল্যাণ, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও অযাচিত প্রভাব রোধকল্পে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্রতা হ্রাস করা এবং ভোক্তা সাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে স্থাপিত কৃষকের বাজার পরিদর্শনে মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে স্থাপিত কৃষকের বাজারে ক্রেতা সমাগম ।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে স্থাপিত কৃষকের বাজারে কৃষক কর্তৃক আনীত নিরাপদ কৃষিপণ্য।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে স্থাপিত কৃষকের বাজারের একাংশ।

বাজেট
(অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট

১. উন্নয়ন বাজেটঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) ১লা জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৪১৭৬.০০	২৯৯৮.০০	২৯.৯৮ (১০০%)
০২	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১লা অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত)	২২৫১.০০	৬১১.০০	৬.১০৯ (৯৯.৯৮%)
০৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ১লা জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৩৬৫১.০০	৬৫৮.০০	৬.৫৭৫ (৯৯.৯২%)

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত	১১৪.০০	১১৪.০০	১১৩.৮৮ (৯৯.৮৯%)
০২	জেলা পর্যায়ে 'কৃষকের বাজার' স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৭.০০	৭.০০	৬.৯৯ (৯৯.৮৬%)
০৩	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	২.২০	২.২০	২.১৯৫ (৯৯.৭৭%)

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	২০২০-২১	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১	অনুন্নয়ন	৩১১৭.০০	৩০৮১.৩০
০২	উন্নয়ন	১০৮৭৮.০০	৪২৬৭.০০
০৩	কর্মসূচি	১২৩.২০	১২৩.২০
সর্বমোটঃ		**১১৩১২.২০**	**৭৪৭১.৫০**

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটঃ

অনুন্নয়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
০১	৩১০০	নগদ মঞ্জুরী ও বেতন	২২৫৭.০০	২১৭৩.৫০
০২	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৭৭৬.৫০	৮২২.৪০
০৩	৪১০০	অ-আর্থিক সম্পদ	৮৩.৫০	৮৫.৪০
মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)			**৩১১৭.০০**	**৩০৮১.৩০**

কর্মপরিকল্পনা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প জনবল, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ অধিদপ্তর কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে রয়েছে নানাবিধ পরিকল্পনা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা

স্বল্প মেয়াদী (০১ বছর)

- উদ্ভাবনীমূলক কৃষি বিপণন সেবা প্রদানে জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সার্টিফিকেট ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।
- স্বল্পমূল্যে বিআরটিসির ট্রাক, ডাক বিভাগের কৃষক বন্ধু ডাক সেবা ও রেলগাড়িতে কৃষিপণ্য পরিবহন প্রতিটি জেলায় প্রচার প্রচারণা চালানো ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা। কৃষিপণ্যকে জরুরি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে ফেরিসহ অন্যান্য স্থানে দ্রুত পারাপারের ব্যবস্থা নেয়া কৃষিপণ্য পরিবহনে বিভিন্ন স্তরে চাঁদাসহ অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা।দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংরক্ষণাগারের তালিকা, ভাড়া ও ধারণক্ষমতাসহ তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিটি বিপণন অফিসে সংরক্ষণ ও প্রচার প্রচারণা চালানো। এসব কৃষিপণ্যের নিয়মিত বাজার মনিটরিং, ওয়েবসাইট, ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড ও বুলেটিন আকারে মূল্য প্রচার।
- আমদানিকৃত কৃষিপণ্য/উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা; মুল্য, গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।
- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে দেয়া, কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মী যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা। চালের দাম বৃদ্ধি/অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চালকল মালিক, আড়তদারদের ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে কারণ ও করণীয় নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা।
- ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী তালিকা প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, ওয়েবসাইটে ও লিফলেট আকারে প্রচার করা, আড়ৎ ও উন্মুক্ত উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে টানিয়ে দেয়া। সেই সাথে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ ও ব্যবসায় মধ্যস্থতা করা। উক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরকে ই-মার্কেটিং কার্যক্রমের আওতায় আনা; সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে নিয়মিত সভা ও সেমেনার করা। বিআরটিসি, কৃষক বন্ধু ডাক সেবা, রেলগাড়ী ও বেসরকারি অন্যান্য পরিবহন সুবিধা পেতে সাহায্য করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ দল গঠন এবং/উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ছোট, মাঝারি ও বড় বানিজ্যিক কৃষক চিহ্নিত করে আলাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা, ই-মার্কেটিংয়ে সুযোগ করা দেয়া, বিভিন্ন পরিবহনের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহনে সাহায্য করা;় বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা; কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ভুট্টা ও গমের সংরক্ষণের জন্য শগঋকের গুদাম ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করা; গৃহ পর্যায়ে আলু/পিয়াজ/রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা ও ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা।
- সরকারিভাবে সংগৃহীত খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনে বেসরকারি গোডাউন এবং সরকারি শস্যগুদামগুলো ব্যবহার। সকল সরকারি/বেসরকারি গুদামের অবস্থান, ভাড়া, অন্যান্য শর্ত ও সুযোগের তথ্য সংবলিত তথ্যভান্ডার প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা এবং শগঋকের গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- ই-কৃষি বিপণন চালু করা এবং সমবায় বিপণনে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান (ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা)। ই-কৃষি বিপণন প্লাটফর্ম লাইভে আনা এবং এ সংক্রান্ত কর্মসূচি যত দুত সম্ভব অনুমোদন শেষে বাস্তবায়ন শুরু করা। বিপণন প্রণোদনা প্রদানের রুপরেখা প্রণয়ন; সমবায় বিপণনে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সভা/সেমিনার করা এবং কৃষি বিপণন ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। সুপারশপ, পাইকার, বড় ব্যবসায়ীদের সাথে সরাসরি

কৃষকদের কাছ থেকে সবজি ও ফল ক্রয় বিষয়ে সভা/সেমিনার করা; সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ও ফল ক্রয়ে সুপারশপ ও পাইকারদের সাথে মধ্যস্থতা করা, পরিবহন সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

- সেনাবাহিনী, পুলিশ, জেলখানা, হাসপাতাল ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত প্রতিদিনের সবজি যেন সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে পত্র প্রেরণ ও মধ্যস্থতাকারীর কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
- কৃষকের বাজার জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্বল্প পরিসরে প্রতিটি জেলায় কার্যক্রম শুরু করা। কৃষকের বাজার পরিচালনায় আপদকালীন সময়ে রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থের সংস্থান করা। প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান কৃষিপণ্যের বাজার কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ।
- সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সবজি ক্রয় করে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রণালয়/জেলা/ উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সংগঠনগুলোকে উদবুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা।
- যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অফ কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পণ্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা।
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষিব্যবসায়ী (পাইকার, ফরিয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং অনলাইনে প্রকাশ।
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মানাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রণিতব্য প্রকল্পগুলোতে উল্লেখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা; প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা।

মধ্যমেয়াদী (২-৩ বছর)

- জেলাভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের চাহিদা নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা।
- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়াজাতকরণে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও প্রশিক্ষণ। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও মেরামত ও চালনা প্রশিক্ষণ। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষি সেবা পদ্ধতির মান উন্নয়নে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদারকরণ।
- কৃষিপণ্য উৎপাদক, মধ্যস্থকারবারী ও ব্যবসায়ীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ। কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত ডাটাবেইজ তৈরিপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং এ সংক্রান্ত ডায়েরি প্রস্তুত করা।
- সুপারশপ, ই-কমার্স ও বড় বড় প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান যাতে সরাসরি কৃষকের সাথে চুক্তিভিত্তিক চাষ পদ্ধতিতে যায় সেজন্য উভয়পক্ষের মধ্যস্থতা করা, মনিটরিং করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া। রপ্তানিকারক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভা/সেমিনার করা ও চুক্তিভিত্তিক রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা; চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষকের বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ করে দেয়া।
- বৃহৎ পরিসরে ই-মার্কেটিং চালুকরণ ও কৃষি বিপণন জোরদারকরণে প্রকল্প গ্রহণ, সরাসরি কৃষক ও বড় ব্যবসায়ী/কমিশন এজেন্ট/পাইকার/আড়তদারদের তথ্য ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে, লিফলেট আকারে ও উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে প্রচার ও

যোগাযোগের মধ্যস্থতা করা এবং প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ করিয়ে দেয়া। প্রতিটি জেলা/উপজেলায় সম্প্রসারিত কৃষকের বাজারে সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করা ও সার্বিক সহায়তা করা।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রসেসিং সেন্টারের কাজ দ্রুত শেষ করা ও ব্যবহার উপযোগী করে দ্রুত সেবা সম্প্রসারণ করা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ, নতুন বাজার সংযোগ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ। অধিদপ্তরে আমদানি-রপ্তানি অধিশাখা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ; আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বাজার তথ্য ব্যবস্থা উন্নত করা; জেলা পর্যায়ের প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা; প্রস্তাবিত ভ্যালু চেইন প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ, প্রণোদনা প্রদান ও কৃষি বিপণন ঋণ প্রাপ্তিতে সার্বিক সহায়তা করা; GAP নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোয়ারেন্টাইন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা; রপ্তানি সম্প্রসারণে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসসমূহের সাথে সমন্বয় করা।
- গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। উক্ত সেবাসমূহ সম্প্রসারণের জন্য আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্রমিতকরণ ও মোড়কীকরণ বিষয়ে ভিডিও/ডকুমেন্টারি সংকলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- ই-মার্কেটিং কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা; সমবায় বিপণনে প্রতিটি ইউনিয়নভিত্তিক সমবায় বিপণন দল গঠন করা, ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে সংস্কার করে আধুনিক রূপরেখা প্রদান করা; ই-কৃষি বিপণনের আওতায় উন্নয়নকৃত প্লাটফর্মের সাথে সমন্বয় করা। দেশের সকল কৃষিপণ্য, উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বাজারজাতকরণ সেবাকে ই-মার্কেটিং-এর আওতায় আনা।
- দেশে বিদেশে আধুনিক কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বিপণন কর্মী মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতে অর্থসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা শাখাকে শক্তিশালী করা ও গবেষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ও টেকসই বাজারজাতকরণ নিয়ে গবেষণা করা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণে প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা; ভর্তুকি প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলার প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে উক্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে অন দ্যা স্পট ট্রেইনিং এর মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা।
- বাজারজাতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিত করা ও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ক্যাডার কম্পোজিশন অনুমোদনের ব্যবস্থা করা ক্যাডার ও নন ক্যাডার নিয়োগবিধি অনুসারে দ্রুত উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা এবং প্রয়োজনে পদ সৃজন ও পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারী কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ। বসতবাড়িতে নারীদের প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ করে দেওয়া ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা; কৃষি উদ্যোক্তা/বিপণন   পেতে সার্বিক সহায়তা করা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা; পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কৃষি কাজের শ্রমের মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদন খরচের সাথে তাদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ও লাভজনক বিপণনে বিভিন্ন কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের পশ্চাদ সংযোগ করে দেয়া। পশ্চাদ সংযোগে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন, মনিটরিং করা ও যেকোন বিবাদ মীমাংসা।
- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা তথা উদ্ভাবনমূলক কৃষি বিপণন গবেষণার উন্নয়ন। উক্ত বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা।

দীর্ঘমেয়াদী (৪-৫ বছর)

- পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ।পলি শেডে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা করা।
- উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়মিত রাখা, বাজার সংযোগ করে দেয়া ও মনিটরিং এবং মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখা; চুক্তিভিত্তিক/পশ্চাদসংযোগ চাষ বৃদ্ধিকরণে ইতোপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম চালু রাখা ও এ সংক্রান্ত সুবিধা প্রদানে প্রকল্প/কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণাগার ও বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সেবা সম্প্রসারণ করা।
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সচেষ্ট হওয়া, যার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। বসতবাড়িতেই আলু, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সেবা বৃদ্ধি করা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাকৃতিক হিমাগার ব্যবস্থা কৃষকের কাছে পৌছে দিতে প্রয়োজনীয় গবেষণা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষিপণ্যের মূল্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও লজিস্টিক খাতসহ মূলধন খাতে পিপিপির ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ; প্রয়োজনে ভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামো ও লজিস্টিকসহ মুলধন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বাড়ানো ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত করা। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয়ে গবেষণা করা ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট ও বিভিন্ন বাজারজাতকরণ তথ্য প্রদান করা।
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণযুক্ত গবেষণা করা ও কৃষক এবং ব্যবসায়ীদেরকে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করা।
- হাওর অঞ্চলে ভাসমান বাজার স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া।
- শস্য সংরক্ষণ ও লাভজনক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিয়মিত গবেষণা করা ও অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ব্রান্ডিং উন্নয়নে নির্দিষ্ট পণ্যের গুনগত মান, গ্রেডিং, ট্রেসিবিলিটি, যৌক্তিক মুল্য, লাইসেন্স ইত্যাদি সংবলিত উন্নত মোড়কীকরণ ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালুকরণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা। উক্ত সুবিধা প্রদানে আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ট্রেসিবিলিটি উন্নয়নে গবেষণা করা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া এবং সার্বিক রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা, আন্তর্জাতিক চাহিদা ও গুণগত মান নিয়ে গবেষণা, GAP বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ বাড়ানো ও নতুন আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান ও বাজার সংযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ।

মানচিত্রে
অধিদপ্তরের অবকাঠামো

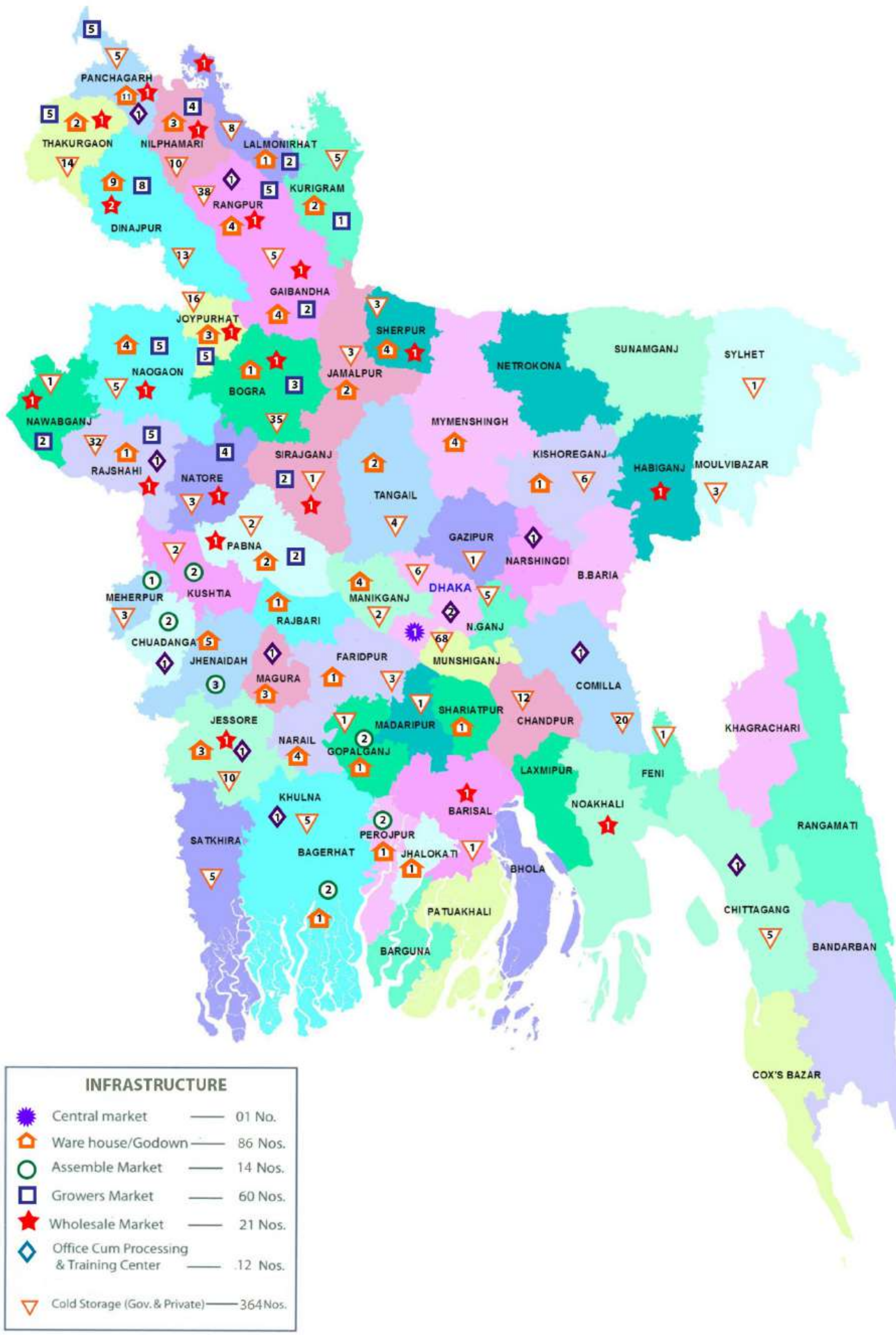
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
COMILLA
MAGURA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
SATKHIRA
PEROJPUR
RANGAMATI
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market —— 01 No.
Ware house/Godown —— 86 Nos.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center —— 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) —— 364 Nos.

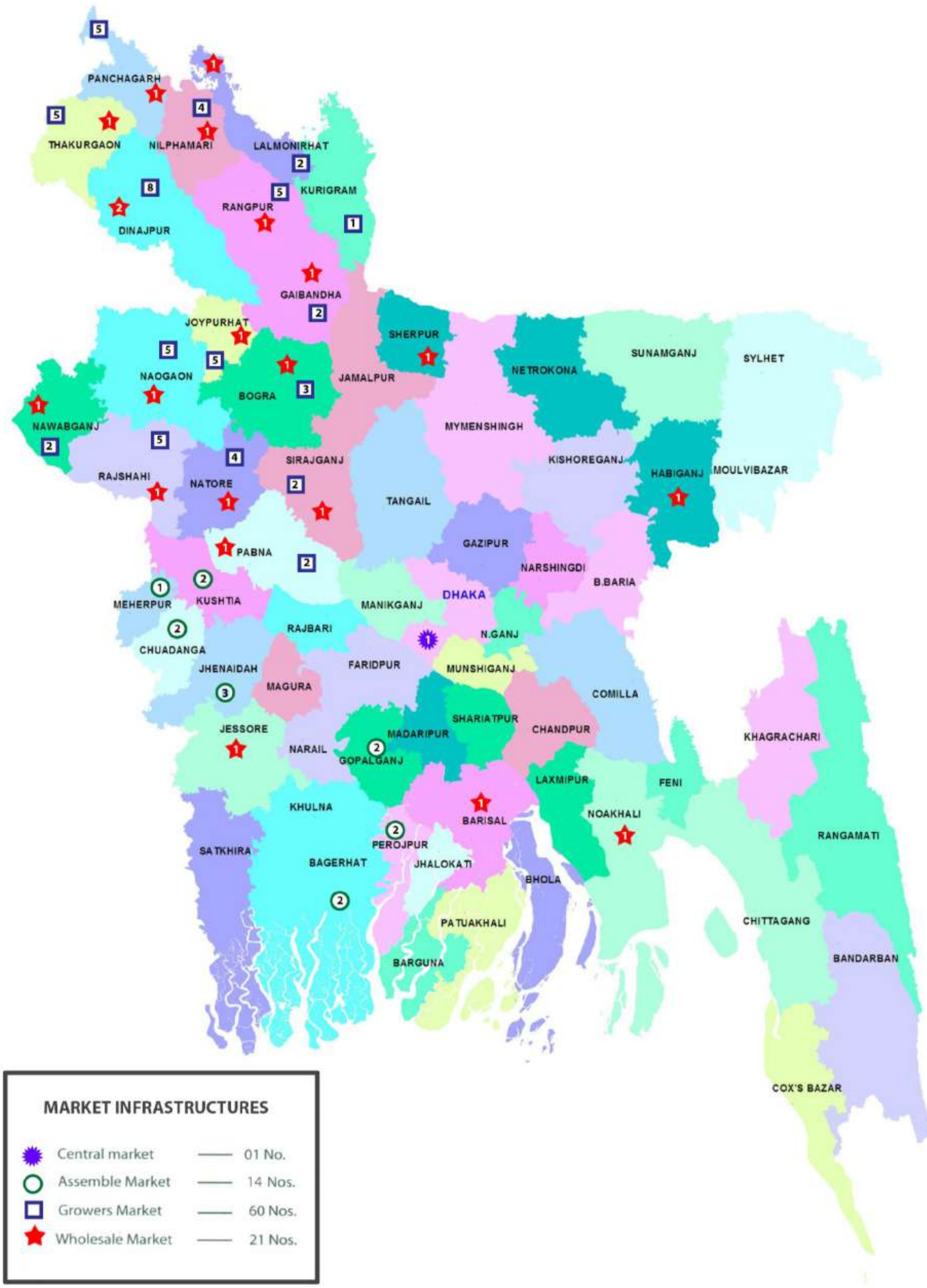
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
SUNAMGANJ
SYLHET
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
DHAKA
MANIKGANJ
CHUADANGA
RAJBARI
N.GANJ
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.

5
PANCHAGARH
THAKURGAON
14
NILPHAMARI
10
8
LALMONIRHAT
5
KURIGRAM
38
RANGPUR
DINAJPUR
13
5
GAIBANDHA
16
JOYPURHAT
3
SHERPUR
NAOGAON
5
1
NAWABGANJ
BOGRA
35
3
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
1
MYMENSHINGH
32
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
1
NATORE
3
KISHOREGANJ
6
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
3
TANGAIL
4
2
PABNA
2
GAZIPUR
1
NARSHINGDI
B.BARIA
6
DHAKA
5
MEHERPUR
3
KUSHTIA
MANIKGANJ
2
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
68
MUNSHIGANJ
JHENAIDAH
FARIDPUR
MAGURA
3
COMILLA
1
SHARIATPUR
12
CHANDPUR
20
1
KHAGRACHARI
JESSORE
1
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
10
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
5
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
1
BHOLA
5
PATUAKHALI
CHITTAGANG
5
BANDARBAN
BARGUNA
COX'S BAZAR
Cold Storage 364

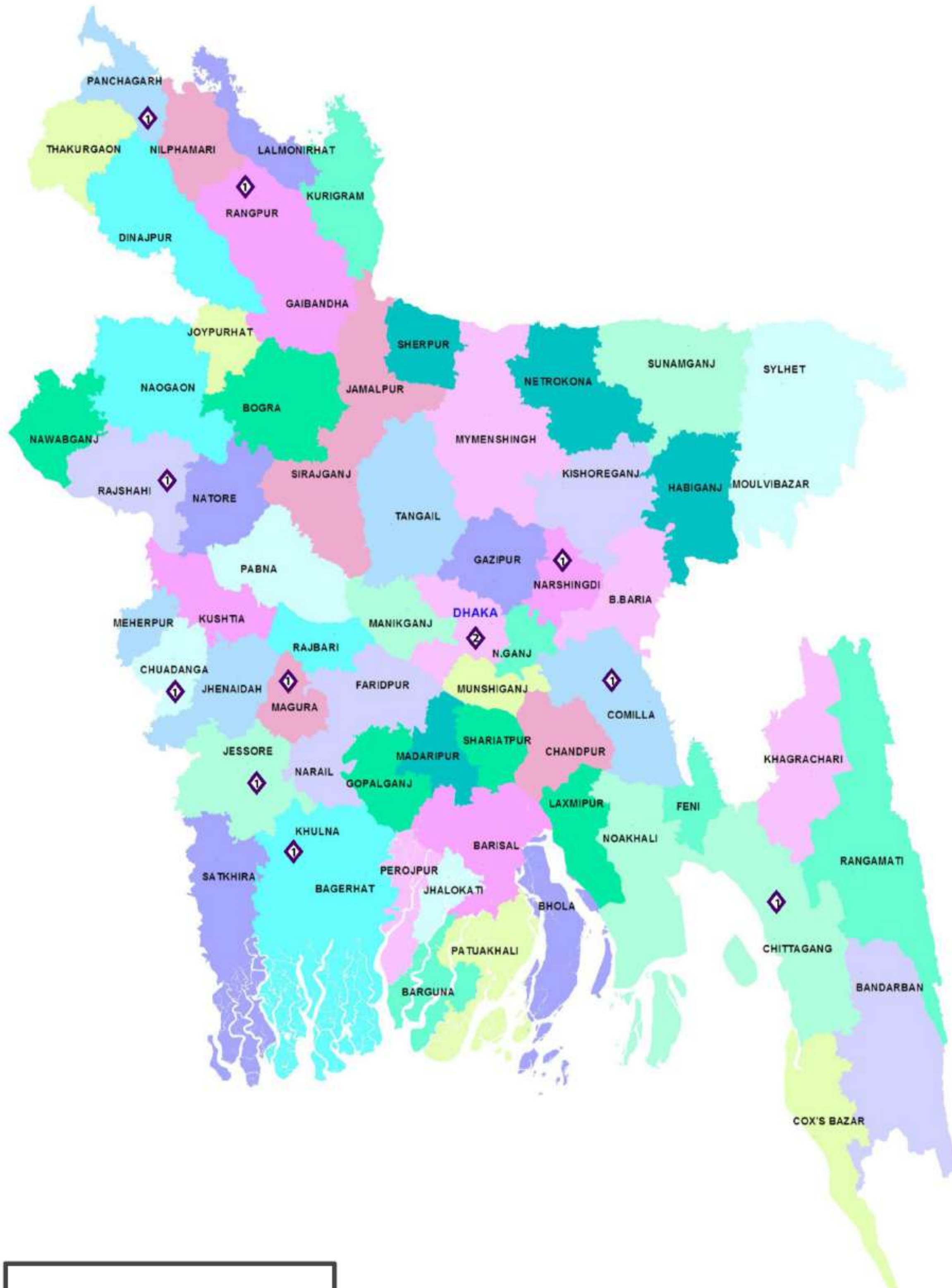

Office cum Processing & Training Center 12

Warehouse/Godown ---- 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৩য় স্থান অর্জন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর মধ্যে ৬৯টি শস্য গুদাম হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠান

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে বিএআরসিতে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আলুর সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে করণীয় নির্ধারণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ ও ব্রাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান জনাব মোঃ শরিফুল হাসান

যশোরে বিদেশ ফেরত অভিবাসী এবং মানবপাচারের শিকার নারীদের ফুলচাষ ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন

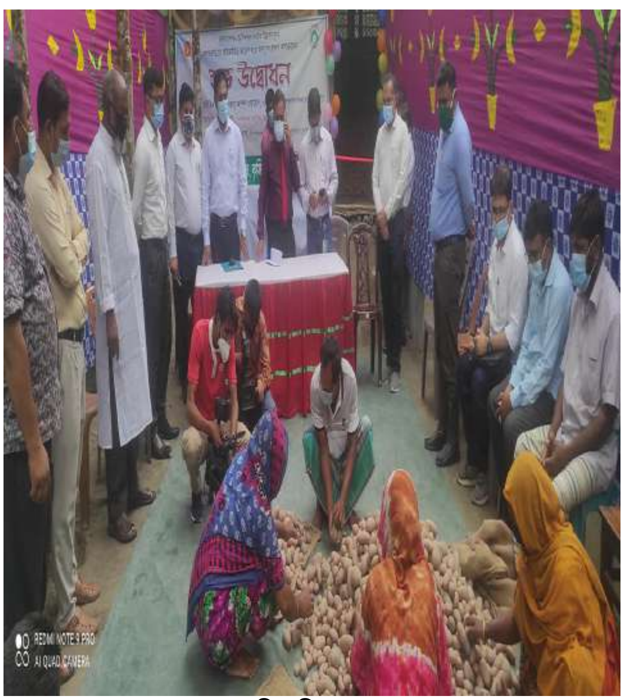

রংপুরের পায়রাবন্দে অহিমায়িত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে নব যোগদানকৃত মাঠ ও বাজার পরিদর্শকগণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএস(কৃষি অর্থনীতি) প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন

ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে খুলনা মহানগরীতে অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিপণন করা হচ্ছে শাকসবজি, ফলমূল, ডিম ও দুধ

কৃষিপণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পারাপারের জন্য পরিবহনের ট্রাকের ব্যানার ও স্টিকার লাগানো কার্যক্রম

ডিজিটাল বাজার 'সদাই' প্লাটফর্মে নিবন্ধনের জন্য ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত দেশ সেরা পেঁয়াজ বীজ চাষী সাহিদা বেগম

জনাব টুকটুক তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালাই, জয়পুরহাট এর সভাপতিত্বে গুদাম ব্যবস্থাপনায় কমিটির সভা

নরসিংদীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের (কৃষি বিপণন, সম্প্রসারণ ও বারি) "প্রথম স্থান" অর্জন

বাজার মনিটরিং কাজে নিয়োজিত অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহন

আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় জেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সলিডারিড্যাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার ভিলেজ সুপার মার্কেট (VSM) এ আয়োজিত প্রশিক্ষণ

রংপুরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শনে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

লালমনিরহাটে কৃষকের বাজার পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শাহ ইমাম আলী রেজা

রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে হাড়িভাঙ্গা আম বিপণনের আউটলেট উদ্বোধন করছেন জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর